

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আত্মগঠন ও মান উন্নয়ন সহায়িকা

সূচীপত্র

০১. বিষয়ভিত্তিক আয়াত : ১
০২. বিষয়ভিত্তিক হাদীস : ৬
০৩. ইলমুত-তাজবীদ : ৭
০৪. গঠনতত্ত্ব : ৯
০৫. সংগঠন পদ্ধতি : ১১
০৬. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান : ১৫
০৭. ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তবলী : ১৬
০৮. ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব ভিত্তি : ১৭
০৯. ইসলামী রঞ্জি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? : ১৮
১০. হেদায়াত : ১৯
১১. সত্যের সাক্ষ্য : ২০
১২. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি : ২১
১৩. ভঙ্গা ও গড়া : ২২
১৪. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক : ২২
১৫. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ২৩
১৬. ইসলামী সংগঠন : ২৩
১৭. আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: বাঁচার উপায় : ২৪
১৮. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য : ২৫
১৯. প্রয়োজনীয় তথ্য : ২৫
২০. মাসলা-মাসায়েল : ২৭

সংকলন ও সম্পাদনা : এইচ এ লিটন

প্রকাশকাল (৪) : ২০ জুলাই ২০১৮

বিষয়ভিত্তিক আয়াত

□ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلّٰهِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑥

নিশ্চয়ই আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সভার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যাচীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আল আন'আম: ৭৯)

فُلِّ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥
বলো, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রাববুল আলামীনের জন্য। (সূরা আল আন'আম: ১৬২)

وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ⑥
জিন ও মানুষকে আমি শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব করবে। (সূরা আয যারিয়াত: ৫৬)

□ ইমান :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ⑥^১
মুমিন মূলত তারাই, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ইমান রয়েছে। (সূরা আন নূর: ৬২)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ⑥

(মুমিন তো তারাই) যারা অদ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও আমি যে রিয়িক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা আল বাকারা: ৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلِيمَ كَافَةً وَلَا تَنْبِغِي
خُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑥

হে ইমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশ্মন। (সূরা আল বাকারা: ২০৮)

□ আখ্রোতা :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রধান্য দাও, অথচ আখ্রোতা বহুগুণে উন্নত ও স্থায়ী। (সূরা আলা: ১৬-১৭)

ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑥
তারপর সেই দিন (কিয়ামতের) তোমাদেরকে দেয়া সকল নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আত তাকাসুর: ৭)

□ তাকওয়া :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَعْاقِيْهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ⑥

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ডয় করো।
মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

أَيُّهَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ⑤
হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ডয় করো এবং সত্যবাদীদের
সহযোগী হও। (সূরা আত তওবা: ১১৯)

□ দাওয়াত :

وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنَّمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑥

সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর
দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি
মুসলমান। (সূরা হামাম আস সাজদাহ: ৩৩)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلُهُمْ بِالْتِقْرَبَاتِ ⑦

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার
রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক
করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (সূরা আন নাহল: ১২৫)

□ সংগঠন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا ⑧

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রাজ্ঞু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো
এবং পরম্পর বিছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

وَلْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهْوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑨

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা
নেকী ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান জানাবে, ভালো কাজের
নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই
সফলকাম হবে। (সূরা আলে ইমরান: ১০৮)

كُنْتُمْ خَيْرًا أُمَّةً أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهْوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ⑩

এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে
আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংক্ষার সাধনের জন্য।
তোমরা নেকীর হৃষ্ট দিয়ে থাকো, দুর্ভিতি থেকে বিরত রাখো
এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوكُمْ بُنْيَانٌ
مَرْضُوصٌ ⑪

আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে
কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা
এক মজবুত দেয়াল। (সূরা আস সফ: ৪)

□ তারবিয়াত / প্রশিক্ষণ :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيَّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَأْتِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ
أَفْيِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑫

তিনিই মহান সত্ত্ব যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রসূল
করে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের
জীবনকে সজ্ঞিত ও সুন্দর করে এবং তাদেরকে কিতাব ও
হিকমাত শিক্ষা দেয়। অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে
নিমজ্জিত ছিল। (সূরা আল জুমাা: ২)

إِفْرَادِيْسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ⑬ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
إِفْرَادِيْسْمَ رَبِّكَ الْأَكْرَمُ ⑭ وَالَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَ ⑮ عَلَمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑯

১) পড়ো (হে নবী), তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন।
২) জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ৩)
পড়ো এবং তোমার রব বড় মেহেরান ৪) যিনি কলমের সাহায্যে
জান শিখিয়েছেন। ৫) মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে
জানতো না। (সূরা আলাক: ১-৫)

□ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ / ইসলামী আন্দোলন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُنْ أَذْلَكُمْ عَلَى تَجَارِيَةِ تُنْجِيْكُمْ مِنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ ⑯ ⑯ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِإِمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ⑯ ⑯ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑯

হে ঈমানদার বান্দাগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি
ব্যবসায়ের সকান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আয়াত থেকে
মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আন
এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো
এটাই তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জান।
(সূরা আস সফ: ১০-১১)

إِنَّ اللَّهَ اشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفَسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَأْنَ لَهُمْ
الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ ⑯
নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ
জাল্লাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই
করে এবং মারে ও মরে। (সূরা আত তওবা: ১১১)

□ ইসলামী আন্দোলন ফরাজ :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ⑯ ⑯ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْ شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ⑯ ⑯ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑯

يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ
نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ④

তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্রেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকল্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য করবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সাম্ভূনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (সূরা আল বাকারা: ২১৪)

□ শাহাদাত :

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ⑤

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা থাকে না। (সূরা আল বাকারা: ১৫৪)

□ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ / আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلْمٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ
الظَّالِمُونَ ⑥

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কেনাবেচা চলবে না, বদ্ধত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। আর জালেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে। (সূরা আল বাকারা: ২৫৪)

□ মুমিনের গুনাবলী :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاسِعُونَ ⑦
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَابِ
فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَإِلَّا عَلَى
أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑧
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى
صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ وَالَّذِينَ
يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑨

নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা যারা: নিজেদের নামাযে বিনয়াবন্ত হয়, বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে, যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে, নিজেদের লজ্জা-স্থানের হেফাজত করে, নিজেদের

তোমাদের যুদ্ধ করার হৃক্ষ দেয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে অগ্রীভূতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হতে পারে তোমরা যা পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা আল বাকারা: ২১৬)

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفَسِكُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ دَلِيلُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑩

বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হোক না কেন এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যদি তোমরা জানতে। (সূরা আত তওবা: ৪১)

□ ইসলামী আন্দোলন না করার পরিনাম :

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑪

তোমরা যদি না বের হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যজ্ঞান্দায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে ওঠাবেন, আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। (সূরা আত তওবা: ৩৯)

قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑫

হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান ও তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আজীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটসৃষ্টি থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর- এসব যদি আল্লাহ ও তার রসূল এবং তার পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সঞ্চালন দেন না। (সূরা আত তওবা: ২৪)

□ ত্যাগ ও কুরবানী :

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَراتِ وَرَتِيقُ الصَّابِرِينَ ⑬

আর নিশ্চয়ই আমি ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর তুমি সবরকারীদের সুসংবাদ দাও। (সূরা আল বাকারা: ১৫৫)

أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَرَزِّلُوا حَتَّىٰ

স্তৰীদেৱ ও অধিকারভূক্ত বাঁদিদেৱ ছাড়া, এদেৱ কাছে তাৱা তিৰক্ষৃত হবে না, তবে যারা এৱ বাইহেৱ কিছু চাইবে তাৱাই হবে সীমালংঘনকাৰী, নিজেদেৱ আমানত ও প্ৰতিশ্ৰুতি রক্ষা কৱে এবং নামাযগুলো রক্ষণাবেক্ষণ কৱে, তাৱাই এমন উত্তৰাধিকাৰী যারা নিজেদেৱ উত্তৰাধিকাৰ হিসেবে ফিরদাউস লাভ কৱবে এবং তাৱা থাকবে চিৰকাল। (সূৱা আল মুমিনুন: ১-১১)

□ আনুগত্য :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
الْأَمْرُ مِنْكُمْ ④

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কৱো আল্লাহৰ এবং আনুগত্য কৱো রসূলেৱ আৱ সেই সব লোকেৱ যারা তোমাদেৱ মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতাৱ অধিকাৰী। (সূৱা আল নিসা: ৫৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ④

হে মুমিনগণ! আল্লাহৰ আনুগত্য কৱো, রসূলেৱ আনুগত্য কৱো, এবং নিজেদেৱ আমল ধৰ্স কৱো না। (সূৱা মুহাম্মদ: ৩৩)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ④

নেকী ও আল্লাহভীতিৰ সমষ্ট কাজে সবাৱ সাথে সহযোগিতা কৱো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনেৱ কাজে কাউকে সহযোগিতা কৱো না। আল্লাহকে ভয় কৱো। তাৰ শাস্তি বড়ই কঠোৱ। (সূৱা আল মায়েদাহ: ২)

□ পৰ্দা :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُمُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَرْبَعُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ④

হে নবী! মুমিন পুৱৰ্ষদেৱ বলে দাও তাৱা যেন নিজেদেৱ দৃষ্টি সং্যত কৱে রাখে এবং নিজেদেৱ লজ্জাস্থানসমূহেৱ হেফাজত কৱে। এটি তাদেৱ জন্য বেশী পৰিত্ব পদ্ধতি। যা কিছু তাৱা কৱে আল্লাহ তা জানেন। (সূৱা আল নূর: ৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ وَلَيُضْرِبَنَّ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْلَوْتَهُنَّ
أَوْ آبَاءِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعْلَوْتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْلَوْتَهُنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعَيْنَ غَيْرِ أُولَئِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

وَتُبُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ④

আৱ হে নবী! মুমিন মহিলাদেৱ বলে দাও তাৱা যেন তাদেৱ দৃষ্টি সং্যত রাখে এবং তাদেৱ লজ্জাস্থানগুলোৱ হেফাজত কৱে আৱ তাদেৱ সাজসজা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্ৰকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। আৱ তাৱা যেন তাদেৱ ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদেৱ বুক ঢেকে রাখে। তাৱা যেন তাদেৱ সাজসজা প্ৰকাশ না কৱে, তবে নিম্নোক্তদেৱ সামনে ছাড়া স্বামী, বাপ, স্বামীৰ বাপ, নিজেৱ ছেলে, স্বামীৰ ছেলে, ভাই, ভাইয়েৱ ছেলে, বোনেৱ ছেলে, নিজেৱ মেলামেশাৱ মেয়েদেৱ, নিজেৱ মালিকানাধীনদেৱ, অধীনস্থ পুৱৰ্ষদেৱ যাদেৱ অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই এবং এমন শিশুদেৱ সামনে ছাড়া যারা মেয়েদেৱ গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। তাৱা যেন নিজেদেৱ যে সৌন্দৰ্য লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদেৱ সামনে প্ৰকাশ কৱে দেৱাৰ উদ্দেশ্য সজোৱে পদক্ষেপ না কৱে। মুমিনগণ! তোমোৱা আল্লাহৰ কাছে তাওবা কৱো, আশা কৱা যায় সফলকাম হবে। (সূৱা আল নূর: ৩১)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا
يُؤْدِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا ④

হে নবী! তোমোৱা স্তৰীদেৱ, কন্যাদেৱ ও মুমিনদেৱ নারীদেৱকে বলে দাও তাৱা যেন তাদেৱ চাদৰেৱ প্ৰাণ তাদেৱ ওপৰ ঢেনে নেয়। এটি অধিকতৰ উপযোগী পদ্ধতি, যাতে তাদেৱকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও কৱণাময়। (সূৱা আল আহ্যাব: ৫৯)

□ বাইয়াত :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ④

হে নবী যারা তোমোৱা হাতে বাইয়াত কৱিছিলো প্ৰকৃতপক্ষে তাৱা আল্লাহৰ কাছেই বাইয়াত কৱিছিলো। তাদেৱ হাতেৱ ওপৰ ছিল আল্লাহৰ হাত। যে প্ৰতিজ্ঞা ভঙ্গ কৱবে তাৱ প্ৰতিজ্ঞা ভঙ্গ কৱাৱ অশুভ পৰিণাম তাৱ নিজেৱ ওপৱেই বৰ্তাৱে। আৱ যে আল্লাহৰ সাথে কৃত এ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৱবে, আল্লাহ অচিৱেই তাকে বড় পুৱৰ্ষকাৰ দান কৱবেন। (সূৱা আল ফাতহ: ১০)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحَّا
قَرِيبًا ④

আল্লাহ মুমিনদেৱ প্ৰতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তাৱা গাছেৱ নিচে তোমোৱা কাছে বাইয়াত কৱিছিলো। তিনি তাদেৱ মনেৱ অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদেৱ ওপৰ প্ৰশান্তি নাযিল কৱেছেন, পুৱৰ্ষকাৰ স্বৰূপ তাদেৱকে আশু বিজয় দান কৱেছেন। (সূৱা আল ফাতহ: ১৮)

□ দায়িত্বশীলের গুনাবলী :

فِيْمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلَيْهِ
الْقُلُبُ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ⑤

(হে নবী!) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল । নয়তো যদি তুমি রক্ষ স্বভাবের হতে, তাহলে তারা তোমার চার পাশ থেকে সরে যেতো । তাদের ক্রটি ক্ষমা করে দাও । তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং দ্বীনের ব্যাপারে পরামর্শ তাদেরকে অতঙ্গুত করো । যখন কোন মতের ভিত্তিতে তোমার স্থির সংকল্প হবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো । আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে । (সূরা আল ইমরান: ১৫৯)

□ ইকামাতে দীন :

شَرَعْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَنْتَرِقُوا فِيهِ ⑥

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই সব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নৃহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি । আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম (আ.) মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-কে । তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দ্বীনকে কায়েম করো এবং পরম্পর ভিজ হয়ো না । (সূরা আশ শূরা: ১৩)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ⑦

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং 'দ্বীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন । (সূরা আস সফ: ৯)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ⑧

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন- জীবনবিধান । (সূরা আল ইমরান: ১৯)

□ ইসলাম পরিপূর্ণ দীন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ⑨

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি । (সূরা আল মায়দাহ: ৩)

□ ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব :

الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ⑩
এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে । আর সমস্ত বিষয়ের পরিগাম আল্লাহর হাতে । (সূরা আল হাজ: ৪১)

□ সত্যের সাক্ষ্য :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ⑪

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উন্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী । (সূরা আল বাকারা: ১৪৩)

□ গীবত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِيُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
أَيْحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَهُمْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ
وَأَنْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ⑫

হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ । দোষ অঙ্গেষ্ঠন করো না । আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে । এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা থেকে তোমাদের ঘৃণা হয় । আল্লাহকে ভয় করো । আল্লাহ অধিক তাওবা করুলকারী এবং দয়ালু । (সূরা আল হজুরাত: ১২)

□ ব্যক্তিগত রিপোর্ট :

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ⑬
পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট । (সূরা বনী ইসরাইল: ১৪)

□ আত্ম-সমালোচনা :

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ⑭
মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিশুদ্ধ হয়ে রয়েছে । (সূরা আব্রিয়া: ১)

وَلَتَسْكُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑮
তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । (সূরা আল নাহল : ৯৩)

বিষয়ভিত্তিক হাদীস

❑ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ -

হ্যরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালবাসা ও শক্তি, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে, সেই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

❑ দাওয়াত :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ عَمْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَلَّغُوْ عَنِيْ وَلَوْ أَيْةً -

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও তা অপরের কাছে পোছে দাও। (বুখারী)

عَنْ آنِسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا -

হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা (দ্বারের দাওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বিতর্ক করো না। (বুখারী, মুসলিম)

❑ সংগঠন :

عَنِ الْخَابِثِ الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَا أَمْرُكُمْ بِخَيْرِ اللَّهِ أَمْرَنِي بِيَهْنَ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالظَّاهِرَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّمَا مِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شَبِّيرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ جُشَاءِ جَهَنَّمَ - قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ -

হ্যরত হারেসুল আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ আমাকে ঝণ্ডোর নির্দেশ দিয়েছেন। (বিষয়গুলো হচ্ছে) ১. জামায়তবন্ধ হবে, ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে, ৩. তার আদেশ মেনে চলবে, ৪. হিজরত করবে অথবা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যেই ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, তবে সে যদি সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করে তো ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে আহবান জানায় সে জাহানামী। সাহাবাগণ জিজেস করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল,

সে যদি রোয়া রাখে, নামাজ পড়ে এরপরও? আল্লাহর রাসূল বললেন, যদি সে রোয়া রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে এরপরও জাহানামী হবে। (মুসলাদে আহমাদ, তিরমিয়া)

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لَا إِسْلَامٌ إِلَّا جَمَاعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ إِلَّا إِمَارَةٌ وَلَا إِمَارَةٌ إِلَّا بِطَاعَةً -

হ্যরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রা.) বলেন, সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

❑ তারিখিয়াত / প্রশিক্ষণ :

عَنْ آنِسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -

হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, জান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ। (বায়হাকী)

عَنْ آنِسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ حَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ -

হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে অবস্থান করে। (তিরমিয়া)

❑ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ / ইসলামী আন্দোলন :

عَنْ أَبِي ذَرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَعْلَمُ أَفْضَلُ قَالَ أَلْيَمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

হ্যরত আবু যর (রা.) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) উন্ম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী, মুসলিম)

❑ আনুগত্য :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ أَطْعَانَنِي فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ اللَّهِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ دَعَاهُ اللَّهُ وَمَنْ مَنَعَنِي فَقَدْ دَعَاهُ اللَّهُ وَمَنْ مَنَعَنِي فَقَدْ دَعَاهُ اللَّهُ -

রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হকুম অমান্য করল সে আল্লাহরই হকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

❑ পর্দা :

عَنْ جَرِيرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ نَظْرِ الْفُجَاجَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرَكَ -

হ্যরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে জিজেস করলাম, হঠাৎ যদি কোন মহিলার

উপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, (কাল বিলম্ব না করেই) তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। (আবু দাউদ)

□ বাইয়াত :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(صلعم) مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً مَا تَمْتَهَّنَ
جَاهِلِيَّةً -

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বক্ষন ছাড়াই মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

□ তাকওয়া :

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلعم) قَالَ يَا عَائِشَةَ
إِيَّاكَ وَمُخْفَرَاتِ الدُّنْوِبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا -

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র ও নগন্য গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা করে চলবে। কারণ আল্লাহর কাছে তা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

□ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় :

عَنْ أَبِي يَحْيَى حَرِيْمِ ابْنِ فَاتِيكِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(صلعم) مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعَ
مَاثَةَ ضُعْفٍ -

আবু ইয়াহিয়া খরীম ইবনে ফাতিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্যে সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিয়ী)

□ ত্যাগ ও কুরবানী :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلعم)
الَّذِيْنَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَّةُ الْكَافَرِ -

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, দুনিয়াটা হল ঈমানদরদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত।

ইলমুত-তাজবীদ

□ তাজবীদ :

তাজবীদ অর্থ সুন্দর ও শুক্র করা। যে নিয়ম-নীতি অনুসরণ করলে পবিত্র কুরআন সহীহ-শুক্র করে পড়া যায় তাকে তাজবীদ বলে। তাজবীদ অনুযায়ী কুরআন পাঠ করা ফরজ।

□ লাহান :

কুরআন ভুল পড়াকে লাহান বলে। লাহান দুই প্রকার :

ক) লাহানে জলী :

জলী অর্থ বড় ভুল। এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরে পড়াকে লাহানে জলী বলে। ইহা কবিরা গুনাহ। যেমন: **أَخْمَدُ** স্থলে **أَخْمَدُ** পড়া।

ক) লাহানে খফী :

খফী অর্থ ছোট ভুল। এক হরকতকে অন্য হরকতে পড়া। ইহা হগীরা গুনাহ। যেমন: **أَنْعَمْتِ** স্থলে **أَنْعَمْتَ** পড়া।

□ হারকত :

যবর, যের, পেশকে হারকত বলা হয়। হারকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

□ তানভীন :

দুই যবর, দুই পেশ, দুই যের কে তানভীন বলা হয়। তানভীনের ভিতরে, নূন সাকিন লুকায়িত থাকে।

□ নূন সাকিন ও তানবীন :

যে নুনের উপর (.) যজম থাকে তাকে নূন সাকিন বলে।

নূন সাকিন চার প্রকার :

ক) ইজহার :

ইজহারের হরফ ৬টি। ইজহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ছয়টি হরফের **غ-ع-خ-ه-و-ء** যে কোন একটি হরফ আসলে গুনাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়াকে ইজহার বলে। যেমন: **مِنْ أَجَلٍ** - **عَذَابٌ أَلِيمٌ**:

খ) ইখলাব :

ইখলাবের হরফ ১টি। ইখলাব অর্থ বদল করে পড়া। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ব আসলে, তখন ঐ নূন সাকিন ও তানবীনকে মুক্ত করে পড়াকে ইখলাব বলে। যেমন: **مِنْ بَعْدِ** - **جِبْرِ**

গ) ইদগাম :

ইদগামের হরফ ৬টি। ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে **ي-ر-م-ل-و-ن** একটি অক্ষরের কোন একটি অক্ষর আসলে ঐ নূন সাকিন ও তানবীনকে পরবর্তী অক্ষরের সাথে সংযুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে। ইদগামের ছয়টি অক্ষরের একসঙ্গে **يَرْمَلُون** বলা যায়। যেমন: **مِنْ مَالٍ** - **مَنْ يَقْعُلُ**

ইদগাম দুই প্রকার :

১. ইদগামে বা-গুনাহ :

ইদগামে বা-গুনাহের হরফ ৪টি। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে **ي-و-م-ن** এবং এ চারটি অক্ষরের যে কোন একটি অক্ষর আসলে একটু টেনে গুনাহ করে পড়তে হয়।

যেমন: **مَالٍ** - **مِنْ يَقْعَلُ** - **مِنْ وَرَابِيْمُ** - **مِنْ يَقْسِ**

২. ইদগামে বেলা গুনাহ :

ইদগামে বেলা গুনাহের হরফ ২টি। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে **ر** এবং **ل** অক্ষর আসলে গুনাহ ব্যতীত পড়তে হয়।

যেমন: **رَبِيْمُ** - **مِنْ لَدْنَكَ**

ঘ) ইখফা :

ইখফার হরফ ১৫টি। নাকের মধ্যে গোপন করে পড়া। নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইখফা হরফের -জ-ঢ-঱-হ-

ক) যে কোন একটি হরফ আসলে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে।

যেমন: لَنْ تَفْعَلُوْ - مِنْ دُبْرِ

ঙ) ওয়াজিব গুন্নাহ :

ন ও হরফের উপর তাশদীদ (.) থাকলে গুন্নাহ করে পড়াকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন: إِنَّ اللَّهَ - أُمُّ

চ) মীম সাকিন :

যে ম এর উপর (.) যজম থাকে, তাকে মীম সাকিন।

মীম সাকিন তিনি প্রকার-

ক) ইখফা :

মীম সাকিনের পর যদি ب বর্ণ থাকে তখন তাকে ইখফা বলে।

যেমন: قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

খ) ইদগাম :

মীম সাকিনের পর যদি م বর্ণ থাকে তবে উভয় م কে পড়াকে ইদগাম বলে। যেমন: عَلَيْهِمْ مَطْرًا

গ) ইজহার :

ম ও ব্যতীত বাকী ২৭ টি হরফের যে কোন একটি হরফ যদি মীম সাকিনের পর থাকে তাকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়াকে ইজহার বলে। যেমন: وَهُمْ فَاسِقُونَ

ছ) পোর ও বারিক :

পোর মানে মোটা করে পড়া আর বারিক মানে চিকন করে পড়া।

ক) 'আল্লাহ' শব্দ পড়ার নিয়ম :

اللَّهُ শব্দের ل এর পূর্ব বর্ণে যদি পেশ বা যবর থাকে, তবে ঐ ل কে পোর বা মোটা এবং যদি ل এর পূর্ব বর্ণে যের থাকে, তাকে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়। যেমন: بِسْمِ اللَّهِ - أَللَّهُمَّ

খ) 'র' (ر) পড়ার নিয়ম :

ر যদি যবর ও পেশ বিশিষ্ট হয় তবে একে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন: رُسُولٌ

আর ر যদি যের বিশিষ্ট হয়, তবে একে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়। যেমন: رَجَالٌ

ঘ) মাদ্দ :

টেনে বা লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ তিনটি: -ا-و-ى-

- যবরের বাম পাশে খালি আলিফ - ب
- যেরের বাম পাশে যজম ওয়ালা ইয়া - ت
- পেশের বাম পাশে যজম ওয়ালা ওয়াও - و
- খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশও মদের হরফের অন্তর্ভূক্ত, কেননা খাড়া যবর আলিফের মত এবং খাড়া যের ইয়ার মত এবং উল্টা পেশ ওয়াও- এর মত আওয়াজ দেয়।

ঙ) মাদ্দের প্রকারভেদ :

মাদ্দ অনেক প্রকার। নিম্নে ছয় প্রকার মাদ্দের বিবরণ দেয়া হল :

১. মাদ্দে তা'বায়ী :

জবরের বাম পাশে খালি আলিফ, জেরের বাম পাশে যজম ওয়ালা ইয়া, পেশের বাম পাশে যজম ওয়ালা ওয়াও হলে তাকে মাদ্দে তা'বায়ী বলে। এ অবস্থায় এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: بَ - تُ - وُ - بُ

২. মাদ্দে বদল :

হাময়ার সঙ্গে মাদ্দের হরফ হলে মাদ্দে বদল বলে। এ মাদ্দ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: آمَنْ

৩. মাদ্দে লীন :

যবরের বামে যজম ওয়ালা ওয়াও, যবরের বামে জয়ম ওয়ালা ইয়া আসলে তাকে হরফে লীন বলে। হরফে লীনের বাম পাশে ওয়াক্ফ অবস্থায় সাকিন হলে মদ্দে লীন বলে। তাকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: بَيْتٍ

৪. মাদ্দে আরজী :

মদের হরফের বাম পাশে ওয়াকফের হালতে সাকিন হলে তাকে মাদ্দে আরজী বলে। একে তিনি আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: الرَّحْمَنُ

৫. মাদ্দে মুনফাছিল :

মাদ্দের হরফের বাম পাশে হাময়া আসিলে (উপরের চিহ্নটি চিকন হলে) তাকে মাদ্দে মুনফাছিল বলে। একে তিনি আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: وَمَا أَنْزِلَ

৬. মাদ্দে মুন্তাসিল :

মাদ্দের হরফের বাম পাশের একই শব্দে হামজাহ আসলে (উপরের চিহ্নটি মোটা হলে) মাদ্দে মুন্তাসিল বলে। একে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: أُرْتَبَكَ

ঝ) ক্লক্স্টলা :

সামান্য ধাক্কা দিয়ে পড়তে হয়, অবশ্য এসব অক্ষরে তাশদীদ থাকলে ওয়াক্ফকালে অক্ষরটি দুবার উচ্চারিত হয়। ক্লক্স্টলার হরফ ৫টি ـ ـ ب - ط - ق - ح - ب - ج - ل - ح - ي

গঠনতত্ত্ব

□ ধারা-১ : সংগঠনের নাম

এই সংগঠনের নাম হইবে- “বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী”।

□ ধারা-২ : ঈমান ও আকীদা

কুরআন এবং সহীহ হাদীস নির্দেশিত আকীদাই জামায়াতে ইসলামীর আকীদা। যে আকীদা পোষণ করিতেন মহান সালফে সালেহীন। যাহার মূল কথা হইলো-

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহ ব্যক্তিত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ব্যাখ্যা : (ক) এই আকীদার প্রমাণ অর্থাৎ আল্লাহর একমাত্র ইলাহ হওয়া এবং আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কাহারও ইলাহ না হওয়ার অর্থ এই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, মা’বুদ এবং প্রাকৃতিক ও বিদ্যিগত সার্বভৌম সন্তা হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ। এই সবের কোন এক দিক দিয়াও কেহই তাহার সহিত শরীক নাই।

ব্যাখ্যা : (খ) এই আকীদার দ্বিতীয় অংশ- হ্যরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল হওয়ার অর্থ এই যে, বিশ্বের একমাত্র বাদশাহ আল্লাহর পক্ষ হইতে বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মাধ্যমে একমাত্র নির্ভুল হিন্দায়াত ও আইন-বিধান প্রেরিত হইয়াছে এবং এই হিন্দায়াত ও আইন-বিধান অনুযায়ী কাজ করিয়া পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা কায়েম করিবার জন্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

□ ধারা-০৩ : উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

‘বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।’

□ ধারা-০৪ : স্থায়ী কর্মনীতি

জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি নিম্নরূপ হইবে :

১. কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপদ্ধা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে।
২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এমন কোন উপায় ও পদ্ধা অবলম্বন করিবে না যাহা সততা ও বিশ্বাসপূর্ণতার পরিপন্থী কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফিল্ম ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।
৩. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উহার বাস্তিত সংশোধন ও সংক্ষার কার্যকর করিবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এবং বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অনুকূলে জন্মত গঠন করিবে।

□ ধারা-০৫ : তিন দফা দাওয়াত

জামায়াতের দাওয়াত নিম্নরূপ হইবে :

১. সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করিবার আহ্বান।
২. ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করিয়া থাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহ্বান।
৩. সংঘবন্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটানোর আহ্বান।

□ ধারা-০৬ : স্থায়ী কর্মসূচি

জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি নিম্নরূপ হইবে :

১. দাওয়াত ও তাবলীগ (চিন্তার পরিশুল্কি ও পুনর্গঠন) :
বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্বেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।
২. তান্যীম ও তারিবিয়াত (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ) :
ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবে গঢ়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।
৩. ইসলামে মুয়াশারা (সমাজ সংক্ষার ও সমাজ সেবা) :
ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।
৪. ইসলামে হকুমত (রাষ্ট্রীয় সংক্ষার ও সংশোধন) :
গণতান্ত্রিক পদ্ধায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে-সৎ ও চরিত্রবান লোকের নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

□ ধারা-০৭ : সদস্য হওয়ার শর্তবলী

বাংলাদেশের যে কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাণ বয়স্ক নর-নারী এই জামায়াতের সদস্য (কুকুল) হইতে পারিবেন যদি তিনি-

১. ব্যক্তিগত জীবনে ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করেন এবং কৰীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকেন।
২. উপর্যুক্তের এমন কোন পদ্ধা অবলম্বন করেন না যাহা আল্লাহর না-ফরমানের পর্যায়ে পড়ে এবং অবৈধ।
৩. হারাম পথে অর্জিত কিংবা হকদারের হক নষ্ট করা কোন সম্পদ বা সম্পত্তি তাঁহার দখলে থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করেন বা হকদারের হক ফেরত দেন।
৪. মৌলিক মানবীয় যোগ্যতা অর্জনের বিচারে আশাব্যঙ্গক অবস্থানে রয়েছেন।
৫. এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক না রাখেন যাহার মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের আকীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী।
৬. জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্বশীলগণের দৃষ্টিতে সদস্য (কুকুল) হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

□ ধারা-০৯ : সদস্য (কুকুল)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- ক. জামায়াতে শামিল হওয়ার পর প্রত্যেক সদস্য (কুকুল) নিজের জীবনে পরিবর্তনের জন্য যে সব বিষয়ে সর্বস্তর আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন-

- ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য বুঝাতে পারিবেন। আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়তের সীমা সম্পর্কে জানিবেন।
- কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক নিজেকে গঠন করিবেন। সব কিছু আল্লাহর সম্পত্তির জন্য করিবেন। নিজেকে আল্লাহর বিধানের একান্ত অনুসারী বানাইবেন।
- কুরআন ও সুন্নার বিপরীত সকল প্রকার জাহিলী নিয়ম-প্রথা হতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন।
- পার্থিব স্বার্থ থেকে নিজের জীবনকে পরিত্র রাখিবেন।
- দীনের প্রয়োজন ব্যতীত সকল আল্লাহ বিমুখ লোকদের সহিত বন্ধুত্ব-ভালবাসা পরিহার করিবেন এবং নেক লোকদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করিবেন।
- সকল কাজ আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর একনিষ্ঠ আনন্দগত্যা, সততা- ন্যায়পরায়ণতার সাথে করিবেন।
- নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক লোকদের মধ্যে দীনি ভাবধারা প্রচার ও প্রসার এবং দীনের সাক্ষ্য দানের চেষ্টা করিবেন।
- দীন কায়েমের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সকল চেষ্টা-সাধনা করিবেন। জীবন ধারণের প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতীত এই উদ্দেশ্যের বিপরীত সকল প্রকার তৎপরতা হতে নিজেকে বিরত রাখিবেন।
- দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকিবেন।
- প্রত্যেক সদস্য (রূক্ন) পরিচিতদের মধ্যে এবং এর বাইরে যেখানে পৌছিতে পারেন ইসলামের আকৃতি এবং জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পেশ করিবেন। যাহারা এই প্রচেষ্টা চালাইবার প্রস্তুত হইবেন, তাহাদেরকে রূক্ন হওয়ার আহবান জানাইবেন।

□ ধারা-১২ : জামায়াতের সাংগঠনিক স্তর জামায়াতের সাংগঠনিক স্তর নিম্নরূপ :

- কেন্দ্রীয় সংগঠন,
- জেলা/ মহানগরী সংগঠন,
- উপজেলা/ থানা সংগঠন,
- পৌরসভা/ ইউনিয়ন সংগঠন ও
- ওয়ার্ড সংগঠন।

□ ধারা-১৩ : কেন্দ্রীয় সংগঠন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর কেন্দ্রীয় সংগঠন নিম্নলিখিত সংস্থা ও পদের সময়ে গঠিত হইবে :

- জাতীয় কাউন্সিল,
- আমীরে জামায়াত,
- কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা
- কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং
- কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ।

□ ধারা-১৪ : জাতীয় কাউন্সিল

- জাতীয় কাউন্সিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ ফেডারেশন হিসাবে গণ্য হইবে।
- জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণের সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হইবেন।
- আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সকল সদস্য (পুরুষ-মহিলা), জেলা/মহানগরী আমীর, জেলা/মহানগরী মজলিসে শূরার সকল সদস্য (পুরুষ-মহিলা), উপজেলা/থানা মজলিসে শূরার সকল সদস্য (পুরুষ-মহিলা) এবং সংগঠনের সদস্য (রূক্ন) গণের মধ্যে যারা জাতীয়

- সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভা মেয়ার নির্বাচিত হবেন তাদের সমন্বয়ে জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হইবে।
- আমীরে জামায়াত জাতীয় কাউন্সিলের সভাপতি থাকিবেন।
- জাতীয় কাউন্সিলের মেয়াদ হইবে তিন বছর।
- আমীরে জামায়াত নির্বাচন এবং কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাথে আমীরে জামায়াতের মতনৈক্য হইলে উক্ত বিষয় মীমাংসা করা হইবে জাতীয় কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

□ ধারা-১৫ : আমীরে জামায়াত

- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর একজন আমীর থাকিবেন।
- জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণের সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

□ ধারা-১৭ : আমীরে জামায়াতের অব্যাহতি

- আমীরে জামায়াত যদি সদস্যপদের (রূক্নিয়াতের) যোগ্যতা হারাইয়া ফেলেন অথবা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণের বিবেচনায় অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা নিম্ন উপধারা অনুযায়ী তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।
- কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার এক-ত্রৈয়াংশ সদস্য কর্তৃক আমীরে জামায়াতের নিকট লিখিতভাবে তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রদানের এক মাসের মধ্যে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করিয়া উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার দুই ত্রৈয়াংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে এবং আমীরে জামায়াত তাহা মানিয়া লইলে আমীরে পদ তৎক্ষণাৎ শূন্য হইবে। কিন্তু আমীরে জামায়াত মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মানিতে না পারিলে বিষয়টি মীমাংসা সদস্যের ভোটে আমীরে জামায়াত যদি নিজ পদে বহাল থাকেন তাহা হইলে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণকারী মজলিসে শূরা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

□ ধারা-১৮ : কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা

- নীতি নির্ধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি মজলিসে শূরা থাকিবে। এই মজলিসের নাম হইবে 'কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা'।
- কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কার্যকাল হইবে তিন বৎসর।
- বিদায়ী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ/কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ প্রবর্তী মজলিসে শূরায় জামায়াত সদস্যগণের (রূক্নিয়াতের) প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার মোতাবেক মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচন করিবেন, কিন্তু কোন সাংগঠনিক জেলা প্রতিনিধিত্ব হইতে বাধিত হইবে না।
- বিদায়ী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ/কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

- গ. ৪নং উপধারার ক ও খ অনুযায়ী নির্বাচিত মজলিস সদস্যগণ দ্বিতীয় পর্যায়ে সারা দেশের সদস্যগণের (রক্কনগণের) মধ্য হইতে ত্রিশ জন মজলিস সদস্য নির্বাচিত করিবেন।
- ঘ. মজলিসে শূরার সদস্য নন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এমন সদস্যগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।
- ঙ. কেন্দ্রীয় মহিলা মজলিসে শূরার সকল সদস্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।
৫. ক. আমীরে জামায়াত পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সভাপতি হইবেন।
- খ. সেক্রেটারী জেনারেল (যদি মজলিসে শূরার সদস্য না হইয়া থাকেন) পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

□ ধারা-২৩ : কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

আমীরে জামায়াতকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নায়েবে আমীর, একজন সেক্রেটারী জেনারেল, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, বিভাগীয় সেক্রেটারী ও অন্যান্য সদস্য সমষ্টিয়ে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠিত হইবে।

□ ধারা-২৪ : কেন্দ্রীয় নির্বাচী পরিষদ

১. কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন করিবার জন্য অনধিক একুশ জন সদস্য সমষ্টিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচী পরিষদ গঠিত হইবে।
২. কেন্দ্রীয় নির্বাচী পরিষদ প্রতি তিন বছর পর পর জেলা/মহানগরী এবং উপজেলা/থানা মজলিসে শূরায় জামায়াত সদস্য (রক্কন) গণের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করিবে।

□ ধারা-৩৩ : জেলা/মহানগরী আমীরের নির্বাচন

১. জেলা/মহানগরী সদস্যদের (রক্কনগণের) ভোটে জেলা/মহানগরী আমীর দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

□ ধারা-৪৬ : উপজেলা/থানা আমীর নির্বাচন

১. উপজেলা/থানা সদস্যগণের (রক্কনগণের) ভোটে উপজেলা/থানা আমীর এক বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

□ ধারা-৪৭ : উপজেলা/থানা মজলিসে শূরা

২. উপজেলা/থানা মজলিসে শূরা সেই সব উপজেলা/থানায় গঠিত করা যাইবে যেখানে সদস্য (রক্কন) সংখ্যা কমপক্ষে পনের জন হইবে।

□ ধারা-৪৮ : উপজেলা/থানা কর্মপরিষদ

৩. উর্ধ্বতন সংগঠন এবং থানা মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা/থানা নায়েবে আমীর (যদি থাকেন), উপজেলা/থানা সেক্রেটারী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় সেক্রেটারী সমষ্টিয়ে উপজেলা/থানা কর্মপরিষদ গঠিত হইবে।
৪. উপজেলা/থানা শূরার নির্বাচনের পর মজলিসে শূরার সদস্যগণ উপজেলা/থানা কর্মপরিষদ নির্বাচন করিবেন।

□ ধারা-৬৫ : বাইতুলমালের আয়ের উৎস

জামায়াতের বাইতুলমালের আয়ের উৎস হইবে :

১. জামায়াতের সদস্য, কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের থেকে প্রাণ-
- ক. মাসিক ইয়ানত,

খ. যাকাত ও উশর ও

গ. এককালীন দান।

২. অধস্তুন সংগঠন হইতে প্রাণ নির্ধারিত মাসিক আয়।

৩. জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা।

□ ধারা-৭০ : নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

১. জামায়াতের সকল সাংগঠনিক স্তরে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন করা কালে বিংবা নিযুক্তকালে ব্যক্তির দ্বীনি ইলম, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম, আমানতদারী, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি, বিশ্বেষণী ও উন্নাবনী শক্তি, প্রশস্ত চিন্তা, সুন্দর ব্যবহার, মেজাজের ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রত্তা ও সাংগঠনিক শৃংখলা বিধানের যোগ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পদের জন্য আকাঞ্চিত হওয়া বা চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

□ 'গঠনতত্ত্ব' রচনা সম্পর্কিত তথ্য :

- গঠনতত্ত্ব কার্যকর : ১৯৭৯ সনের ২৬ শে মে সদস্য (রক্কন) সম্মেলনে গঠনতত্ত্ব গৃহীত হয় এবং ১৯৭৯ সনের ২৮ শে মে গঠনতত্ত্ব কার্যকর হয়।
- প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮০ ইং
- সর্বশেষ প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৮ ইং (৬৮তম মুদ্রণ)
- মোট ধারা : ৭৫, মোট পরিশিষ্ট : ১১

সংগঠন পদ্ধতি

প্রথম দফা কর্মসূচী : দাওয়াত ও তাবলীগ

□ প্রথম দফার তি দিক :

১. সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের সঠিক ধারনা তুলে ধরা।
২. ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান।
৩. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান।

□ প্রথম দফার কাজ :

১. ব্যক্তিগত যোগাযোগ
(টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত ও সাধারণ দাওয়াত)
২. গ্রাম ভিত্তিক যোগাযোগ
৩. ইসলামী সাহিত্য বিতরণ
৪. বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন
৫. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা
৬. বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয়
৭. পরিচিতি, লিফলেট বিতরণ ও পোস্টারিং
৮. মাসিক সাধারণ সভা
৯. দাওয়াতী ইউনিট গঠন
১০. আল কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল
১১. ইসলামী দিবস পালন

- খ. কর্মী টার্গেট
- গ. সদস্য বা রূক্ষন টার্গেট
- ২. কর্মী যোগাযোগ
- ৩. সফর
- ৪. পরিকল্পনা
- ৫. সাংগঠনিক পক্ষ/সঙ্গাহ পালন
- ৬. নেতৃত্ব নির্বাচন
- ৭. বাইতুলমাল
- ৮. রেকর্ডং, রেজিস্টার, ফাইল
- ৯. রিপোর্ট সংরক্ষণ
- ১০. অফিস

□ কর্মী টার্গেট :

কর্মী টার্গেট নেয়ার সময় ৫টি গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি বাছাই করা দরকার-

- ১. যিনি কর্মসূচি
- ২. যিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ
- ৩. যিনি সামাজিক
- ৪. যিনি সৎ ও সত্যপ্রিয়
- ৫. যিনি নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন।

□ কর্মী যোগাযোগের নিয়ম :

- এক কর্মী অপর কর্মী তার হস্তয় নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে সহমর্থিতা প্রকাশ করা।
- তার সমস্যা জানা এবং তার সমাধানে এগিয়ে আসা।
- দুর্বলতা বুঝাবে এবং প্রতিকারে তৎপর হবে।
- দ্রুমানে, আমলে ও কর্মতৎপরতায় সহযোগিতা দিয়ে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর করা।
- দায়িত্ব পালন করার জন্যে পরিকল্পিত যোগাযোগ করা।

□ কর্মী যোগাযোগের উদ্দেশ্য :

- ১. মান উন্নয়ন করা।
- ২. সুষ্ঠু প্রতিভার বিকাশ সাধন।
- ৩. দূর্বলতা দূর করা।
- ৪. সংগঠনের কাজে আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা।
- ৫. সম্পর্ক আরো মধুর করা।
- ৬. সমস্যা অবগত হওয়া এবং সমাধান বের করা।

□ কর্মী যোগাযোগের উপকারিতা :

- ১. যোগাযোগকারীর মান উন্নত হয়।
- ২. সংগঠনের ভেতর প্রাণ সঞ্চার হয়।
- ৩. চিন্তার ঐক্য গড়ে উঠে।

□ পরিকল্পনা :

পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ৮টি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হয়-

- ১. জনশক্তি
- ২. নেতৃত্বের মান
- ৩. কাজের পরিধি বা এলাকা
- ৪. বিভিন্ন পরিসংখ্যান (জনসংখ্যা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা)
- ৫. কর্মীদের মান
- ৬. অর্থনৈতিক অবস্থা
- ৭. পরিবেশ
- ৮. বিরোধী মহলের শক্তি ও তৎপরতা।

□ রেকর্ডং :

অফিসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রেকর্ডং বা তথ্য ও ইতিহাস সংরক্ষণ। নিম্নোক্ত জিনিসগুলো সংরক্ষণ করার জন্য রেজিস্টার ও ফাইল প্রয়োজন :

- কর্মী ও সদস্যদের (রূক্ষনদের) তালিকা
- দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
- সদস্যদের (রূক্ষনদের) ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ
- সাংগঠনিক রিপোর্ট রেজিস্টার ও ফাইল
- বই তালিকা ও ইস্যু রেজিস্টার
- সহযোগী সদস্যদের ফরম ও ফরমের মুড়ি
- সদস্য প্রার্থী (রূক্ষন প্রার্থী) আবেদনপত্র ফাইল
- ক্যাশ বই ও লেজার রেজিস্টার
- রশিদ বই-এর মুড়ি
- ভাউচার ফাইল
- বিভিন্ন পরামর্শ ফাইল
- বিভিন্ন তৈকের কার্যবিবরণী
- রিপোর্ট ফাইল (উপরে পাঠানো, অধংকনের কপি)
- সার্কুলার ফাইল (উপর থেকে প্রাঞ্চ, নিচে প্রেরিত)
- চিঠির ফাইল (উপর থেকে প্রাঞ্চ, নিচে প্রেরিত)
- পরিকল্পনা ফাইল

□ রিপোর্ট সংরক্ষণ :

বিগত কাজের রিপোর্ট প্রণয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে কাজের পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক ইউনিটে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে বিগত মাসের রিপোর্ট প্রণীত হয়ে উপজেলা/থানা বা ইউনিয়নে/ওয়ার্ডে পৌছাতে হবে। এভাবে উপজেলা/থানা রিপোর্ট তৈরি করে ১০ তারিখের ভেতর জেলায়/মহানগরীতে পৌছাবে। মাসিক রিপোর্ট তৈরি করে ফাইলে যথারীতি সংরক্ষণ করতে হবে।

খ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

- ১. ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন
- ২. প্রশিক্ষণ বৈঠক
- ৩. সামষ্টিক পাঠ
- ৪. পাঠচক্র
- ৫. আলোচনা চক্র
- ৬. শিক্ষা বৈঠক
- ৭. শিক্ষা শিবির
- ৮. গণশিক্ষা বৈঠক
- ৯. গণ নৈশ ইবাদাত
- ১০. ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ
- ১১. মুহাসাবা
- ১২. বকৃতা অনুশীলন
- ১৩. দোয়া, ধ্যকর ও নফল ইবাদত
- ১৪. সামষ্টিক খাওয়া
- ১৫. আত্মসমালোচনা

□ মুহাসাবা বা গঠনমূলক সমালোচনা :

মুহাসাবা এমন এক পদ্ধতি যা দুই জন কর্মীর মাঝে আয়নার ভূমিকা রাখে। নেহায়েত আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে পরম্পর দুর্বলতা দূর করার প্রচেষ্টার নাম মুহাসাবা বা গঠনমূলক সমালোচনা। মুহাসাবা বা গঠনমূলক সমালোচনার পদ্ধতি হলো-

- একজন কর্মীর ভূল এদিক সেদিক বলাবলি না করে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলবেন।
- অঙ্গরিকতার সাথে তার কল্যাণকামী হয়ে বলবেন।
- ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করার পর কোন কর্মীর দুর্বলতা যদি দূর না হয় তাহলে কোন সাংগঠনিক বৈঠকে খুবই মোলায়েম ভাষায় এবং বাড়াবাঢ়ি না করে পেশ করবেন।
- বৈঠকে পেশ করার পূর্বে দায়িত্বশীলের সাথে আলাপ করে নেবেন।
- যিনি পেশ করবেন, তিনি কাউকে হেয় করার জন্য পেশ করবেন না।
- যার ব্যাপারে পেশ করা হবে তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নেবেন এবং সবার দেয়া কামনা করবেন।
- অভিযোগ যথার্থ না হলে তিনি সুন্দরভাবে তার বক্তব্য পেশ করবেন।
- উভয়কে বৈঠকের রায় মেনে নিতে হবে।

□ আসন্নমালোচনার পদ্ধতি :

- উপযুক্ত সময় বেছে নেয়া।
- সম্পূর্ণ একাগ্রচিন্তে বসা।
- আল্লাহর দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের কথা চিন্তা করে তার শোকর আদায় করা।
- চরিত্ব ঘন্টার কাজগুলো খতিয়ে দেখা।
- বিগত দিনে খোদার সন্তোষ লাভ ও জান্মাত হাসিলের জন্য কতটুকু কাজ করা হয়েছে তা চিন্তা করা।
- পারিবারিক জীবনে রাসূল (সা.) এর আদর্শ কতটুকু অনুসরণ হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করা।
- আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভ ও জান্মাত হাসিলের জন্য যে সব কাজ করতে সক্ষম হয়েছে তার শোকর আদায় করা এবং একুপ কাজ সব সময় করার জন্য দোয়া করা।
- সর্বশেষে ইকামাতে দীন ও শাহাদাতে হকের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করা।

তৃতীয় দফা কর্মসূচী : সমাজ সংক্ষার ও সমাজ সেবা

তৃতীয় দফার ৩ টি দিক :

- ক. সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংক্ষার
- খ. অপসংকৃতি রোধ ও ইসলামী সংকৃতির বিকাশ
- গ. দুর্ঘ মানবতার সেবার লক্ষ্য সমাজ সেবা

□ সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংক্ষার :

১. প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কীকরণ
২. ইসলাম আচার অনুষ্ঠান চালুকরণ
৩. পেশাভিত্তিক কাজ
৪. গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন
৫. মসজিদ সংক্ষার
৬. হাট-বাজার সংক্ষার
৭. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ
৯. ক্লাব, সমিতি স্থাপন ও পরিচালনা
১০. সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

□ দুর্ঘ মানবতার সেবার লক্ষ্য সমাজ সেবা :

১. দাতব্য চিকিৎসালয়
২. রোগীর পরিচর্চা

৩. পরিচ্ছন্নতা অভিযান
৪. রাস্তাধাট মেরামত
৫. অফিস-আদালতে কাজের সহযোগিতা
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় জনগণের পাশে দাঁড়ানো
৭. দুর্দশাগ্রস্ত বিস্তুরী ও ছিমুল মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
৮. গরীব ছাত্রদের সহযোগিতা দান
৯. বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান
১০. কর্জে হাসানা
১১. ভ্রায়মান দাতব্য চিকিৎসালয়
১২. বিয়ে-শাদী
১৩. পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রেরণ
১৪. মাইয়াতের কাফন-দাফন ও জানায়ায় অংশগ্রহণ
১৫. প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ
১৬. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সৃষ্টি

চতুর্থ দফা কর্মসূচী : রাষ্ট্রীয় সংক্ষার ও সংশোধন

□ এ দফার কাজ :

১. সমাজ বিশ্বেষণ
২. রাজনৈতিক বিশ্বেষণ
৩. বিবৃতি প্রদান
৪. স্মারকলিপি পেশ
৫. দাওয়াতী জনসভা
৬. পথসভা, গণজমায়েত, মিছিল, জনসভা ও বিক্ষোভ
৭. প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ
৮. রাজনৈতিক যোগাযোগ
৯. সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ ও সাংবাদিক সম্মেলন
১০. বার লাইব্রেরীতে যোগাযোগ
১১. ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ
১২. পত্র-পত্রিকা প্রকাশ
১৩. জনমত গঠন
১৪. নির্বাচন
১৫. রাজনৈতিক বিভাগ সৃষ্টি
১৬. যাকাত আদায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি
১৭. সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জুলুমের প্রতিবাদ ও সমাধান পেশ

কর্মী গঠন ও কর্মীদের মানোন্নয়ন

□ কর্মী হওয়ার শর্ত :

দীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক তৎপরতায় লিঙ্গ সংগঠনের আওতাভূক্ত সকল জনশক্তিই আমাদের কর্মী। কর্মী হওয়ার ৫টি শর্ত হলো :

১. ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা।
২. বৈঠকে উপস্থিত হওয়া।
৩. নিয়মিত ইয়ানত দেওয়া।
৪. দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ।
৫. সামাজিক কাজ করা।

□ কর্মী গঠনের পদ্ধতি :

১. কর্মী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
২. সম্পর্ক স্থাপন ও সাহচর্য দান।
৩. পরিকল্পিতভাবে বই পড়ানো।
৪. অঙ্গরিক নিরসন ও উৎসাহ প্রদান, অন্য মতবাদের অসারাতা তুলে ধরা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।
৫. সাংগঠনিক পরিবেশে আনয়ন।

৬. প্রাথমিক ইবাদাত সমূহের প্রতি মনোযোগীকে কাছে থেকে বা রেখে ক্রটি সংশোধন করা।
৭. দায়িত্ব দেওয়া ও রিপোর্ট নেওয়া।
৮. ইনফাক ফি সাবিলিল্যাহে উদ্বৃদ্ধ করা।
৯. প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দান।
১০. দাওয়াতী কাজ / গ্রাহ দাওয়াতী কাজে সাথে নেয়া।
১১. নিয়মত তত্ত্বাবধায়নে রাখা।
১২. আন্তরিকতার সাথে দোয়া করা।

ইউনিটের মাসিক নির্ধারিত ৪ টি প্রোগ্রামের কর্মসূচী :

□ প্রথম সপ্তাহে কর্মী বৈঠক :

১. উদ্বোধনীয় বক্তব্য
২. অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত/হাদীস পাঠ
৩. ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ, মন্তব্য ও পরামর্শ
৪. ইউনিটের মাসিক রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা
৫. পরিকল্পনা গ্রহণ
৬. কর্ম বর্ণন
৭. সমাপনী বৈঠক

□ দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণ সভা বা দাওয়াতী সভা :

১. উদ্বোধনীয় বক্তব্য
২. ব্যাখ্যাসহ কুরআন তিলাওয়াত/হাদীস পাঠ
৩. নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা
৪. জামায়াতের পরিচয় ভিত্তিক বক্তব্য
৫. সভাপতির ভাষণ
৬. পরিচিতি/পুনৰ্বলংপন বিতরণ

□ তৃতীয় সপ্তাহে প্রশিক্ষণ বা তারিখিয়াতী বৈঠক :

১. অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত
২. সহীহ করে আল কুরআন পড়তে শেখা
৩. জরুরী দোয়া/মাসায়েল শেখা
৪. সামষ্টিক পাঠ (বই, কুরআনের বিশেষ অংশ, হাদীস, কোন বিশেষ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি)
৫. সমাপনী বক্তব্য

□ চতুর্থ সপ্তাহে দাওয়াতী অভিযান :

আল্লাহ দ্঵ারের আহবান পৌছানোর জন্য ইউনিটের সকল কর্মী গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করবেন। ইউনিট সভাপতির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হবে। গ্রুপের সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণ রাখতে হবে।

চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান

লেখক : নঙ্গম সিদ্দিকী

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

□ প্রকাশকের কথা :

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনে কর্মীদের চরিত্র মুখ্য হাতিয়ার।

□ লেখক পরিচিতি :

নঙ্গম সিদ্দিকী উপমহাদেশের একজন প্রথম সারিয়ের নেতা ছিলেন। মাওলানা মওদুদীর ডাকে যে কজন প্রথম পর্যায়ে আসেন তিনি তার মধ্যে অন্যতম। মওদুদীর প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক তরজমানুল

কুরআনের' দীর্ঘদিন সম্পাদক ছিলেন তিনি। নঙ্গম সিদ্দিকী প্রসিদ্ধ ইসলামী সাহিত্যিক। তিনি রাসূল (সা.) এর সীরাত মুহাসিনে ইনসানিয়াত (মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সা.) নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ বইয়ের মূল নাম ছিল 'তা'মীরে সীরাত কে লাওয়ায়িম'।

□ ভূমিকা :

১. শয়তানের তৎপরতা :

মানুষের তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শয়তানের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। শয়তানের চ্যালেঞ্জ "সে মানুষের সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করবে।" বর্তমান পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এর বাস্তব চিত্র।

২. স্বার্থপরতা :

এলাকার সংক্রামক ব্যাধি দেখে দূরে অবস্থান যেমন স্বার্থপরতা তেমনি বর্তমানে কেউ দ্রুত নিয়ে মসজিদের কোনে আশ্রয় নেয়াটাই স্বার্থপরতার সামিল। তেমনি মাজারে বাতিদান মূল্যহীন।

৩. দ্রুমানের পুঁজি :

বাজারে আবর্তনের মধ্যে স্বার্থকতা। সিন্দুকে পড়ে থাকা পুঁজি যেমন কোন মুনাফা বয়ে আনতে পারে না তেমনি চরিত্র রূপ পুঁজি কোন মুনাফা আনতে পারে না যদি তা সমাজে কোন প্রভাব ফেলতে না পারে। অধিক মুনাফা লাভের লক্ষ্যে চরিত্র নামক পুঁজি বাজারে খাটানোর মধ্যেই চরিত্রের প্রকৃত স্বার্থকতা।

□ বইটিতে শুধু বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে :

- ক. আল্লাহর সাথে যথাযথ সম্পর্ক
- খ. সংগঠনের সাথে সম্পর্ক
- গ. সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক

ক. আল্লাহর সাথে যথাযথ সম্পর্ক :

১. মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন।
২. কুরআন ও হাদীস সরাসরি অধ্যয়ন।
৩. নকল ইবাদতের উপর যথাসম্ভব গুরুত্বারোপ।
৪. সার্বক্ষণিক জিকির ও দোয়া।

খ. সংগঠনের সাথে সম্পর্ক :

১. আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা করা।
২. অঙ্গ আনুগত্য পরিহার করা।
৩. ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন না করা।

৪. কর্মীর প্রতি দায়িত্বশীলের করণীয় :

- ক. কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, কর্মীদের সাথে গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা।

খ. কর্মীদের দোষ-ক্রটি ক্ষমা করা। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

গ. পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা।

ঘ. সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে আল্লাহর প্রতি ভরসা করা।

৫. কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে আরো বিষয়াবলী :

- ক. দায়িত্বশীল কর্তৃক সার্কুলার ও নির্দেশনামার যথাযথ আনুগত্য করা।

খ. নির্ধারিত সময় ও যথাযথ পদ্ধতি মেনে সভায় উপস্থিত হওয়া।

- সংগঠনের নির্দেশ মেনে চলা দরকার।
- অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।
- পরম্পরের সহযোগী হওয়া।
- মেশিনের মত কাজ করা।

৮. সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা :
- যতই নিষ্ঠা থাকুক দুর্বলতা থাকবেই।
 - নিরব দর্শক হলে দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়।
 - সমালোচনা দাবিয়ে রাখা ঠিক নয়।
 - যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

□ পূর্ণতা দানকারীর গুণাবলী ৫ টি :

১. খোদার সাথে যথাযথ সম্পর্ক ও আন্তরিকতা :

- দ্বীপ কায়েমের জন্য এটি অপরিহার্য।
- আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভাল বাসতে হবে।
- কোন কিছুর লোভ/ভয় না করা।
- অন্তরে জবাবদিহির ভয় থাকে।
- সকল দুনিয়াবী স্বার্থ ত্যাগ করা।

২. আখিরাতের চিন্তা :

- লক্ষ্য থাকবে কেবল আখিরাত।
- আখিরাতের সাফল্যই ছড়ান্ত সাফল্য, সকল কাজে এই চিন্তা।
- দুনিয়া গ্রীতি দ্র করা।
- আখিরাতের শাস্তি ও পুরক্ষারের কথা চিন্তা করা।

৩. চরিত্র ও মাধুর্য :

- মানবতার সেবক হতে হবে।
- কোমল স্বত্বাবের অধিকারী হতে হবে।
- নিজের দোষ-ক্রটি খুঁজতে হবে।
- কারো ক্ষতির আশা না করা।
- ক্ষমা করার মানসিকতা থাকা।
- চরিত্র ও মাধুর্য দিয়ে সব কিছু জয় করা।

৪. ধৈর্য :

- তাড়াছড়া না করা।
- চেষ্টার ফল তাড়াতাড়ি পাওয়ার চেষ্টা না করা।
- বার বার ব্যর্থ হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত না হওয়া।
- নফসের খারাপীর বিপক্ষে থেকে নিজেকে মুক্ত করা।
- নিজ কাজ সম্পাদন করা।

৫. প্রজ্ঞা :

- অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সার্বিক পরিস্থিতির উপর সজাগ দৃষ্টি।
- কাজের সমস্যা প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল।
- পরিস্থিতি নজর রাখা।
- অন্দের মত কাজ না করা।

□ মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী ৩ টি :

১. গর্ব ও অহংকার
২. প্রদর্শনেচ্ছা
৩. ক্রটিপূর্ণ নিয়ত

□ গর্ব ও অহংকার থেকে বাচার উপায় :

- ক. বদেগীর আনুভূতি
- খ. আত্মবিচার
- গ. সৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিপাত
- ঘ. দলগত প্রচেষ্টা

□ প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বাচার উপায় :

- ক. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা
- খ. সামষিক প্রচেষ্টা

□ মানবিক দুর্বলতা ১৩ টি :

১. আত্মপূজা
২. আত্মগ্রীতি
৩. হিংসা ও বিদ্রে
৪. কুধারণা
৫. গীৰত
৬. চোগলখোরী
৭. কানাকানি ও ফিসফিসানী
৮. মেজাজের ভারসম্যহীনতা
৯. একঙ্গযোগী
১০. একদেশদৰ্শীতা
১১. সামষিক ভারসম্যহীনতা
১২. সংকীর্ণমনতা
১৩. দুর্বল সংকলন

ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

লেখক : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুর রহীম

□ বই পরিচিতি :

“ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি” বইটি ১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠান কোটস্থ দারুল ইসলামে মাওলানা মওদুদী (র.)-এর একটি বক্তৃতা।

□ ভূমিকা :

এতে মৌলিক যে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- ইসলামী আন্দোলনের ছড়ান্ত লক্ষ্য নেতৃত্বের আয়ুল পরিবর্তন।
- ফাসিক আল্লাহদ্বারাই ও পাপিষ্ঠ লোকদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নির্মূল করে আল্লাহর সত্ত্বে লাভ।
- পৃথিবীতে সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ অসৎ নেতৃত্ব।
- অসৎ নেতৃত্ব উৎখাত ও সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনই ইসলামী আন্দোলন।

□ নেতৃত্বের গুরুত্ব :

- সমাজের শাস্তি-শাস্তি, শৃংখলা-বিশৃংখলা সঠিক নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল।
- সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব দ্বারাই অধিনস্তরা প্রভাবিত হতে পারে।

□ সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য :

- সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আল্লাহর নির্দেশ।
- দুনিয়ার সব মানুষ ইচ্ছা এবং অনিচ্ছায় হোক নিরক্ষুণ্বাবে আল্লাহর দাস।
- ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠন অপরিহার্য।

□ নেতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম :

- আল্লাহ গোটা বিশ্ব একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর সকল কিছুই সেই স্থায়ী বিধানের অনুসারী।
- শুধু কামনা-বাসনা থাকলেই কাজ হবে না। একজন কৃষকের ভূমিকা।

□ মানুষের উত্থান পতন নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল :

- মানুষের সামষিক সাফল্য বস্তুনিষ্ঠ ও নৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল।
- মানুষের জীবনে মূল সিদ্ধান্তকারী শক্তি হচ্ছে নৈতিক শক্তি।
- মানুষকে মানুষ বলা হয় তার নৈতিক গুণের জন্য।

- নেতৃত্বকার প্রধান দুটি দিক -
 ১. মৌলিক মানবিক চরিত্র
 ২. ইসলামী নেতৃত্ব চরিত্র
- মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ :

যে সকল গুণাবলিগুলো মানুষের সাফল্যের লাভের জন্য অপরিহার্য আর যার উপর মানুষের নেতৃত্ব সম্ভাব ভিত্তি স্থাপিত হয় সেগুলো হল:

 ১. ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি
 ২. প্রবল বাসনা
 ৩. উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস
 ৪. সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা
 ৫. তিতিঙ্গশ ও কৃচ্ছসাধনা
 ৬. বীরত্ব ও বীর্যবতা
 ৭. সহনশীলতা ও পরিশ্রম প্রিয়তা
 ৮. উদ্দেশ্যের আকর্ষণ এবং সবকিছুরই উৎসর্গ করার প্রবণতা
 ৯. সতর্কতা
 ১০. দূরদৃষ্টি ও অস্তরদৃষ্টি
 ১১. বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা
 ১২. পরিস্থিতি যাচাই এবং তদুম্যায়ী নিজেকে ঢেলে গঠন করা
 ১৩. অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতা গ্রহণ।
- ইসলামী নেতৃত্বকার :
 - ইসলামী নেতৃত্বকার মৌলিক মানবীয় চরিত্রের পরিপূরক।
 - ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করে সঠিক ভিত্তির উপর সুদৃঢ় করে জীবনের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে।
 - দাঁয়ীর সকল চিন্তা খোদা নির্ধারিত গভীরতে আবর্তিত হয়।
 - ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রের উন্নয়ন ঘটিয়ে অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।
- নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নীতির সারকথা :
 - মৌলিক মানবীয় গুণাবলী, ইসলামী নেতৃত্বকার এবং জাগতিক উপায় উপাদান প্রয়োগকারী সুশৃঙ্খল দল থাকলে তারা নেতৃত্বে যাবে।
 - ইসলামী নেতৃত্বকার না থাকলে তাহলে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও জাগতিক উপায় উপাদান প্রয়োগকারী সুশৃঙ্খল দল থাকলে তারা নেতৃত্বে যাবে।
 - মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও ইসলামী নেতৃত্বকার যদি না থাকে তাহলে জাগতিক উপায় উপাদান প্রয়োগকারী সুশৃঙ্খল দল থাকলে তারা নেতৃত্বে যাবে।
- মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নেতৃত্ব শক্তির তাৰতম্য :
 - নেতৃত্ব শক্তি বলতে মানবীয় চরিত্র হলে জাগতিক ও উপায় উপাদান বস্তুগত শক্তি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তবে, নেতৃত্ব শক্তি বলতে মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নেতৃত্বকার বুৰালে বৈষয়িক ও জড় শক্তির অভাব পূরণ করা যায়।
 - সধারণ ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতার জন্য শুধু মৌলিক মানবীয় চরিত্রের ক্ষেত্রে ১০০% জড় শক্তির প্রয়োজন। তবে, ইসলামী ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সমন্বয় হলে ২৫% জড় শক্তি যথেষ্ট।
 - ইসলামী ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সমন্বয় না হলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না।
- ইসলামী নেতৃত্বকার চার পর্যায় :
 ২. দ্বিমান : দ্বিমান ইসলামী জিন্দেগীর প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর-যেমন খোদার প্রাত দ্বিমান।
 ৩. তৃতীয় ইসলাম : ইসলাম হচ্ছে দ্বিমানের বাস্তব অভিযান, দ্বিমানের কর্মরূপ। দ্বিমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে সম্পর্কের ন্যায়। মনের মধ্যে দ্বিমান থাকা অবস্থায় ইসলামের কাজ না করা একেবারে অসম্ভব।
 ৪. তাকওয়া : তাকওয়া হচ্ছে মনের সে অবস্থা যা খোদার গভীর ভীতি ও প্রবল দায়িত্ব অনুভূতির দরূণ সৃষ্টি হয়।
 ৫. ইহসান : ইহসান হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের সাথে মনের গভীর ভালবাসা দৃঢ়চেদ্য বক্তব্য যা একজন মুসলমানকে ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকৃত করে দেয়।
- ভূল ধারণার অপনোন্দন :

খোদার দাসত্ব বিমুক্তি, ধর্মহীনতা, খোদার আনুগত্য করে চলার প্রতি উপেক্ষা, নিজের মনগড়া নিয়ম-বিধানের অনুসরণ এবং খোদার সম্মুখে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে অবিশ্বাস-এই গুলোকে মুলোচেদ করা।

ইসলামী ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত

বইয়ের পূর্ব নাম : ইসলামী বিপ্লবের পথ

লেখক : সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

অনুবাদ : আব্দুস শহীদ নাসিম

ডুমিকা :

মাওলানা মওদুদী ১৯৪০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেটে হলে এক অনুপম বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যের শিরোনাম ছিল ‘ইসলামী হৃকুমাত কেন্দ্রো কায়েম হতি হায়’ এর অর্থ হল ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূল আলোচনা :

বইটির মূল আলোচনাকে ৬টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে :

১. রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন
২. আদর্শিক রাষ্ট্র
৩. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র
৪. ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি বা পদ্ধা
৫. অবাস্থাৰ ধাৰণা-কল্পনা
৬. ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কৰ্মপদ্ধা

৩. রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন :

- রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোন একটি সমাজের মধ্যকার নেতৃত্ব চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়ার ফলাফলিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে জন্মান্ত করে।
- সামাজিক উদ্যম, উদ্দীপনা, বোঁকপ্রবণতা প্রভৃতি নিবিড় সম্পর্ক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত।
- সমাজের পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর গড়ে উঠে রাষ্ট্রের প্রকৃতি।
- অমরা যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে রকম আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। সে রকম ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতৃত্ব এবং সামাজিক কার্যক্রম ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- দীর্ঘ প্রাণান্তরের চেষ্টা সংগ্রাম করতে হবে (যেমন বীজ হতে ফল)।

□ আদর্শিক রাষ্ট্র :

- ইসলামী রাষ্ট্রই আদর্শিকভিত্তিক রাষ্ট্র।
- সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।
- অন্যান্য রাষ্ট্রনীতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক।
- জনগণের অধিকার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- যোগ্যতার বলে যে কেউ শাসক হতে পারে।
- আদর্শ হবে ইসলাম।
- সার্বভৌমত্ব হবে আল্লাহর, প্রতিনিধিত্ব হবে জনগণের।

□ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র :

- রাষ্ট্রের গোটা অট্টলিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।
- এটা ধর্মহীন রাষ্ট্র হতে সম্পূর্ণ আলাদা।
- এ রাষ্ট্র পরিচালকদের অঙ্গের আল্লাহর ভয় থাকবে।
- পৃথিবীর ধনভান্ডার হস্তগত হলেও নিখাদ আমানতদার প্রমাণিত হবে।
- জনগণ নিজেদের জানমাল, ইজ্জত আবর্জনার যাবতীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত থাকবে।

□ ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি :

- ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রথমে এমন একটি আন্দোলন প্রয়োজন যে আন্দোলনের মধ্যে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।
- এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমন সব বিশেষজ্ঞ তৈরি হবে যারা নিজেদের মন মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা দর্শনের দিক থেকে হবে পূর্ণ মুসলিম।
- প্রতাবশালী লোকদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা।

□ অবাস্তব ধারণা-কল্পনা :

১. কিছু লোকের ধারণা- মুসলমানরা সংগঠিত হলেই তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মূলত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় না।
২. ‘মুসলমান’ একটি বংশগত বা ঐতিহাসিক জাতির ধারণা, এ জাতির কেবল একটি জাতীয় রাষ্ট্র অর্জিত হতে পারে কিন্বা কমপক্ষে দেশ শাসনে ভাল একটি অংশীদারিত্ব লাভ হতে পারে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লব বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এটাকে প্রথম পদক্ষেপও বলা যেতে পারে না।

□ ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপদ্ধতি :

- ইসলাম হলো সেই আন্দোলনের নাম যা মানব জীবনের গোটা ইমারত নির্মাণ করতে চায় এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।
- হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কর্মপদ্ধাই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপদ্ধতি।

□ ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মনীতি :

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার আহবান।
২. অগ্নী পরীক্ষায় নিখাদ প্রমাণিত হওয়া।
৩. নেতা ছিলেন আদর্শের মডেল।
৪. আদর্শের কার্যকর স্বাভাবিক বিপ্লব।

হেদায়াত

লেখক : সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুর রহীম

□ বই পরিচয় :

১৯৫১ সালের ১৩ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের সমাপনী দিনে মাওলানা মওদুদীর ভাষণ।

□ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক :

- আল্লাহকে ভয় করা।
- মনে প্রাণে তাঁর প্রতি ভক্তিভাব পোষণ ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠকরণ।
- আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি ঈমান।
- ইবাদতের বেলায় আল্লাহর সহিত নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপন।
- নেতৃত্ব চরিত্রে আল্লাহর ভয় এবং লেনদেনে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।
- সন্তানসহ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তার সন্তুষ্টির জন্যই সম্পর্ক রাখা।
- দেশ ও জাতির খেদমতে নিজেকে নিয়োগ করা।
- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য সার্বক্ষণিক চিন্তা।

□ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অর্থ :

- জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্য। (সূরা আনাম: ১৬২)
- পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করা। (সূরা বাইয়্যলাহ: ৫)
- প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা।
- নিজের উপায় উপকরণ নয় বরং আল্লাহর উপর ভরসাকেই প্রাধান্য দেওয়া। ভালবাসা-ঘৃণা করা, দান করা-না করা আল্লাহর জন্য। বন্ধুত্ব-শক্তি আল্লাহর জন্য।
- গভীর রাতে আল্লাহকে ডাকা (দোয়া কুনুত, তাহাজুদ)

□ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় : এর দুটি উপায়-ক. চিন্তা গবেষণা :

- কুরআন হাদীস বুঝে বুঝে পড়া, বারবার পড়া।
- নিজের অবস্থা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা।
- আল্লাহর সাথে কতখানি সম্পর্ক তা নিয়ে ভাবা।
- নিজ ছৃষ্টি অনুভব করে যাচাই করা।

খ. বাস্তব কাজ :

- নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর আনুগত্য করা।
- সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা।
- গোপনে ও প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ কাজ ঘূনার সাথে বর্জন করা।
- জান-মাল, শ্রম ও মন মগ্নয়ের শক্তি-সামর্থ কুরবানী করার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য না করা।

□ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বিকাশ সাধনের উপকরণ :

১. সালাত
২. আল্লাহর যিকর
৩. সাওম
৪. আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করা।

□ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যাচাইয়ের উপায় :

- নিজের জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা এবং চিন্তা ও ভাবধারা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা।

- আল্লাহর সাথে করা চুক্তি করতুকু আদায় হচ্ছে?
 - আমার সময়, শুম, প্রতিভা, যোগ্যতা, ধনসম্পদ, কোন পথে ব্যয় হচ্ছে?
 - নিজের স্বার্থে না আল্লাহর বিদ্রোহে মন বেশি কাঁদে?
 - আল্লাহর প্রদত্ত আমানতের যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে কিনা?
- আখেরাতকে অগ্রাধিকার দান :**
- পার্থিব সুযোগ সুবিধার চেয়ে আখেরাতের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
 - নিজেদের প্রত্যেকটি কাজের মূলে আখেরাতের সাফল্য লাভের আশীর্কাকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা।
- আখেরাতের চিন্তা লালন :** এর দুটি উপায়-
১. চিন্তা ও আদর্শমূলক :
 - অর্থ বুঝে কোরআন অধ্যয়ন করা।
 - নিয়মিত হাদিস অধ্যয়ন করা।
 - সাহাবায় কেরামদের অনুসরণ করা।
 - কবর জিয়ারত করা।
 - গোমরাহী লোকের মুস্কিল আসানের ভাস্ত ধারণা পরিত্যাগ
 ২. বাস্তব কর্মপদ্ধা :
 - দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।
 - নিজের ভুল বুঝাতে পেরে সঠিক পথে ফিরে আসা।
 - নেক লোকেদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা।
- অযথা অহমিকা বর্জন :**
- অহমিকা বর্জন করা একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর একান্ত কর্তব্য। এর বিভিন্ন উপায় রয়েছে:
- ইসলামী সংগঠনে এসে পড়ায় বিরাট কিছু বা কামিলিয়াত হাসিল হয়েছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।
 - সাহাবাদের আমলের কামিলিয়াত ও তাদের সামগ্রিক মনে রাখতে হবে, তাদের মান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।
 - সর্বদা উন্নত আমলসম্পন্ন লোকেদের অনুকরণ করতে হবে।
 - ধন সম্পদের ক্ষেত্রে গরিবদের দিকে নজর দিয়ে শুকরিয়া আদায় করতে হবে।
- নিজের ঘর সামলান :**
- সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজন যাতে দোয়াথের ইঙ্গনে পরিণত না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা।
 - কেবল আপন সন্তান-সন্ততিই নয় বরং কর্মীদের সন্তান-সন্ততির সংশোধনের দিকেও খেয়াল রাখা।
- পারম্পরিক সংশোধন ও তার পছ্নাঃ :**
- কারো বিরামে কোন অভিযোগ থাকলে তাড়াছড়ো না করে বিষয়টি ভালভাবে জানা।
 - প্রথম সাক্ষাতেই নির্জনে আলাপ করা।
 - তারপরও সংশোধন না হলে সংশ্লিষ্ট আমীরকে জানানো।
 - এরপরও প্রয়োজন মনে করলে বৈঠকে বিষয়টি উপস্থাপন করা।
- সমালোচনার সঠিক পছ্নাঃ :**
১. সকল স্থানে সব সময় আলোচনা না করে আমীরের অনুমতিক্রমে বিশেষ বৈঠকে করা।
 ২. আল্লাহকে হাজির নাজির জনে সততার সাথে ও শুভাকাঙ্গী হিসেবে সমালোচনা করা।
 ৩. সংশোধনের বাসনা নিয়ে সমালোচনার ভঙ্গী ও ভাষা নরম করা।
 ৪. সমালোচনার উদ্দেশ্যে বাস্তব প্রয়োগ থাকা।

৫. দৈর্ঘ্য সহকারে সমালোচনা শোনা, অভিযোগ সত্য হলে অকপটে স্বীকার করা।
৬. সমালোচনা ও তার জবাবের ধারা দীর্ঘ না করা।

□ আনুগত্য ও নিয়ম শৃঙ্খলা সংরক্ষণ :

- আমীরের নেক কাজে আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) এরই আনুগত্যের শামিল।
- আল্লাহ এবং তাঁর মনোনীত দ্বিনের সাথে যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে, সে ততবেশী আনুগত্যপরায়ণ বলে প্রমাণিত হবে।
- ব্যক্তি যতখানি পশ্চাদপদ ও দুর্বল থাকবে, আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ততখানি দুর্বল সাব্যস্ত হবে।

□ জামায়াত নেতৃত্বদের প্রতি উপদেশ :

- অধ্যান সমকর্মীদের উপর অহেতুক কর্তাগরী না করা।
- সহকর্মীদের সাথে ন্যূন ও মধ্যের ব্যবহার করা।
- যে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা লাভের যোগ্য তাকে ততটুকু সুযোগ-সুবিধা দেয়া।
- উপদেশই হবে নির্দেশ এমন পরিবেশ গঢ়া।

□ শেষ উপদেশ :

- আল্লাহর পথে ব্যয়ের আগ্রহ ও অভ্যাস অর্জন করা।
- আল্লাহর কাজকে ব্যক্তিগত কাজের উপর প্রাধান্য দেয়া।
- কেবলমাত্র নিজেই মুসলমান না হয়ে নিজের পকেটকেও মুসলমান করা।
- দীন কায়েমে কর্মীদের পেরেশানি বৃদ্ধি করা।

□ মহিলা কর্মীদের প্রতি উপদেশ :

১. নিজের জীবনকে গড়ার জন্য দীন ইসলাম সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।
২. দীন ইসলাম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।
৩. প্রচার ও সংশোধনমূলক কাজে নিজ পরিবারের লোকজন ও আজ্ঞায়-স্বজনকে গুরুত্ব দিতে হবে।
৪. অর্জিত দ্বিনের জ্ঞানের আলোকে মহিলাসনে দীনের দাওয়াত পৌছাতে হবে।

সত্যের সাক্ষ্য

লেখক : সাইয়েদ আবুল আলা মওলুদী

অনুবাদক : মাওলানা আব্দুর রহিম

□ বই পরিচিতি :

সত্যের সাক্ষ্য বইটি মূলত ১৯৪৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পাকিস্তানের শিয়ালকোটের মুহাদ্দিসুর নামক স্থানে সাধারণ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার একাংশ।

□ ভূমিকা :

বইটির ভূমিকাতে দুইটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।

■ আমাদের দাওয়াত :

আমাদের দাওয়াত হচ্ছে মারা প্রথমতঃ বৎসর মুসলমান এবং দ্বিতীয়তঃ মুসলমান নয় এমন সব মানবগোষ্ঠীর প্রতি।

■ মুসলমানের দায়িত্ব :

যে মহান সত্যের উপর আমরা মুসলমানরা স্বীকৃত এনেছি তার সাক্ষীরূপে সারা দুনিয়ার সামনে দাঢ়াতে হবে।

ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি

◻ সাক্ষ্য কি?

নিজে যা জানে তা অন্যের কাছে বলা বা যথাযথভাবে প্রকাশ করার নামই সাক্ষ্য।

◻ সত্যের সাক্ষ্য কি?

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে যে সত্যের সাক্ষ্য এসেছে তার সরল সোজা পথ সম্বলে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা।

◻ সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব :

- সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে হাশরের মহাদানে ফয়সালা হবে।
- সাক্ষ্যদান সকল নবীর সুন্নত।
- সত্যের সাক্ষী না হলে যালেমদের অস্ত্রভূক্ত হবে।
- সাক্ষ্য না দিলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা, অধঃপতন চেপে বসবে।
- সাক্ষ্যদান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব।

◻ সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি :

১. মৌখিক সাক্ষ্য
২. বাস্তব সাক্ষ্য

◻ মৌখিক সাক্ষ্য :

- নবী (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের নিকট যে সত্য এসে পৌছেছে তা বক্তৃতা ও লেখনের মাধ্যমে মানুষের কাছে সহজবোধ্য করা।
- দাওয়াতের সকল পক্ষতি প্রয়োগ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল উপাদান ব্যবহার করে ইসলামকে একমাত্র সঠিক পরিপূর্ণ বিধান হিসাবে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠিত বাতিল মতাদর্শের দোষ-ক্রটি তুলে ধরা।

◻ বাস্তব সাক্ষ্য :

যা মুখে বলা হয় তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের সামনে তার সত্যতা প্রমাণ করা। সৌন্দর্য ও কল্যাণকারীতা প্রদর্শন করা নয়।

◻ সাক্ষ্য দানের পূর্ণতা :

আল্লাহর দ্বানকে পরিপূর্ণভাবে মানতে পারলেই দ্বিনের পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকলে দ্বিনকে পরিপূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়। সুতরাং শুধুমাত্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সাক্ষ্যদানের পূর্ণতা সম্ভব।

◻ সত্য গোপনের শাস্তি :

১. ইহকালীন শাস্তি
২. পরকালীন শাস্তি

◻ মুসলমানদের সমস্যা :

১. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা না করা।
২. সৎ লোক না থাকা।
৩. আল্লাহর পথে প্রকৃত দায়ী না থাকা।
৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী না থাকা।

◻ সমস্যার সমাধান :

১. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারী তৈরি করা।
২. সৎ লোক তৈরী করা।
৩. আল্লাহর পথে ডাকার জন্য যোগ্য দায়ী থাকা।
৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানকারী সংগঠন তৈরি করা।

◻ আমাদের উদ্দেশ্য :

জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে মেনে নিয়ে মুসলমান হিসাবে দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা ও সত্যের সাক্ষ্য দানই আমাদের জীবনের মুক্ষ্য উদ্দেশ্য।

ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি

লেখক : সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

◻ বই পরিচিতি :

১৯৪৫ সালের ১৯ এপ্রিল পাঠান কোটের দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.) এর প্রদত্ত ভাষণ।

◻ সম্মেলনের লক্ষ্য :

অতীতের কাজ যাচাই করা, দোষ-ক্রটিসমূহ অনুধাবন করা এবং তা দূর করার জন্য চিন্তা করার অবসর লাভ করাই এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

◻ আমাদের দাওয়াত :

১. আমরা সাধারণত সকল মানুষকে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।
২. বাস্তব জীবন থেকে মুনাফেকী ও কাজের গড়মিল পরিহার করে মুসলমান হওয়ার দাবি করলে খাঁটি মুসলমান ও ইসলামের পূর্ণ আদর্শের অনুসারী হতে প্রস্তুত হন।
৩. অসৎ নেতৃত্বের পরিবর্তন করে তা আল্লাহর নেক বাস্তাদের হাতে সোপন্দ করা।

◻ মুনাফিকীর মূল কথা :

যখন মানুষ নিজের দ্বিমান ও দ্বিনের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের জীবন ব্যবস্থাকে নিজের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী দেখে সন্তুষ্ট থাকে।

◻ কর্মীয় বৈশাদৃশ্যের তত্ত্বকথা :

মানুষ মুখে যে আদর্শের প্রতি দ্বিমান আনার দাবী করে উহার বিপরীত কাজ করাকে কর্মীয় বৈশাদৃশ্য বলে।

◻ নেতৃত্বের মৌলিক পরিবর্তনের আবশ্যিকতা :

আল্লাহর বিধান সঠিক ভাবে পালন করতে হলে অসৎ নেতৃত্বে তা সম্ভব নয়। তাই নেতৃত্বের পরিবর্তন দরকার।

◻ নেতৃত্বের পরিবর্তন কি রূপে হবে :

দ্বিমানদার ও সৎ লোকদের এমন একটি দল বা সংগঠন করতে হবে যারা শুধু দ্বিমানদারই হবে না প্রকৃত সৎ এবং সেই সাথে বিশ্ব পরিচালনার বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য গুণাবলী, শক্তি ও কর্মক্ষমতা বর্তমান যুগের রাষ্ট্র নেতা বা কর্মকর্তাদের তুলনায় অনেক গুণে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিবে।

◻ আমাদের কর্মনীতি :

দ্বিমানের বিপরীতে সকল কাজ হতে নিজেকে মুক্ত রেখে নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্তে ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলা। সত্যের আলো অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দেয়া।

◻ উপদেশ :

- দ্বীন ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার চেষ্টা করা।
- ইসলামের নীতিগত ও বুনিয়াদীর ব্যাপারে গুরুত্ব অনুধাবন করা।
- গর্ব-অহংকার ত্যাগ করা এবং কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা।

ভাঙ্গা ও গড়া

লেখক : সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
অনুবাদ : সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী

■ ভূমিকা :

ভারত বিভাগের পূর্বাহ্নে পূর্ব-পাঞ্জাবে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার তিনি মাস পূর্বে ১৯৪৭ সালের ১০ মে পাঠান কোটের দারঙ্গল ইসলামে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী প্রদত্ত বক্তৃতা।

■ মূল বক্তব্য :

আল্লাহ গড়া পছন্দ করেন এবং ভাঙ্গা পছন্দ করেন না। যে সমস্ত লোক দুনিয়া পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাদের ভেতর থেকে কেবলমাত্র তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, যারা এ দুনিয়াকে গড়াবার যোগ্যতা অন্য সবার চেয়ে বেশী রাখে। এরপে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকেই তিনি দুনিয়া পরিচালনা দায়িত্ব অর্পন করে থাকেন। অতঃপর এসব ক্ষমতাসীন লোকেরা কতটুকু ভাঙ্গে এবং কতটুকু গড়ে সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ভাঙ্গার চেয়ে গড়াতে থাকে বেশি এবং তাদের চেয়ে বেশী গড়ে ও কম ভাঙ্গে এমন কেউ কর্মক্ষেত্রে থাকে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের সমস্ত দোষ-ক্রিটির সত্ত্বেও দুনিয়া পরিচালনার ক্ষমতা তাদের হাতেই রাখেন। কিন্তু যখন তারা গড়ে কম এবং ভাঙ্গে বেশী, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য লোকদেরকে ঐ একই শর্তে ক্ষমতা দিয়ে থাকেন।

■ সমাজ ভাঙ্গে কেন?

১. আল্লাহকে ভয় না করা :

এটাই দুনিয়ায় সব রকমের অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও যাবতীয় দুর্নীতির মূল।

২. আল্লাহর বিধান মেনে না চলা :

এটিই মানুষের জন্যে কোন ব্যাপারেই অনুসরণযোগ্য স্থায়ী নেতৃত্বিক বিধান অবশিষ্ট রাখেন। এর বদৌলতে ব্যক্তি, দল ও জাতির সমস্ত কর্মধারা স্বার্থপূজা, ভোগ-বিলাস ও কামনা-লালসার দাসত্বের অধীন হয়ে গিয়েছে। এর ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ পার্থক্য করে না।

৩. স্বার্থপরতা :

এর কারণে মানুষ পরম্পরারের অধিকার হরণ করে। এমন কি ব্যাপকভাবে খাদ্যানী ও জাতীয় অভিজ্ঞাত্য এবং শ্রেণী বিদ্বেশের সৃষ্টি হয় এবং এর থেকে নানান ফেতনা ও বিপর্যয়ের উভব হয়।

৪. জড়তা অথবা বিপদগামিতা :

এর দরুন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতা হয়তো কেবল কাজে ব্যবহারই করে না, কিংবা তার অপ্যব্যবহার করে অথবা আল্লাহ প্রদত্ত উপায়-উপাদানকে কাজেই লাগায় না কিংবা অকাজে লাগায়। প্রথম অবস্থায় আল্লাহ এ রকম অপদার্থ ও অলস লোকদেরকে বেশী দিন দুনিয়ায় ক্ষমতাসীন থাকতে দেন না বরং তাদের বদলে যারা কিছু না কিছু গঠনমূলক কাজ করে তাদেরকে ক্ষমতা দেন।

■ সমাজ গড়ার উপাদান কি কি?

১. আল্লাহকে ভয় করা :

মানুষকে অসৎ পথ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহকে ভয় করাই হচ্ছে একমাত্র হাতিয়ার। এরপে সুগঠিত চরিত্র শুধু সীমাবদ্ধ ভাবেই নয়, ব্যাপকভাবেই যাবতীয় কর্মকান্ডের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

২. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা :

মানুষের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কাজে নেতৃত্ব চরিত্রের চিরস্তন নিয়ম নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য আল্লাহর বিধানের অনুযায়ী জীবন যাপন একমাত্র পথ।

৩. মানবতাৰ ব্যবস্থা :

এতে ব্যক্তিগত, জাতীয়, বংশীয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার পরিবর্তে সমস্ত মানুষের সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার থাকবে। এর ভেতর অ্যথবা বৈষম্য, উচ্চনীচ, অপবিত্রতার ধারণা, কৃত্রিম গৌড়ামী ও পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। এতে সবারই উন্নতি ও প্রগতির সুযোগ সুবিধা থাকবে। দুনিয়ার সব মানুষ সমানভাবে মিলে মিশে থাকতে পারে, এমন ব্যাপক হতে হবে এ ব্যবস্থা।

৪. সৎ কাজ :

এর মানে হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় উপাদানকে পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারম্পরিক সম্পর্ক

লেখক : খুররম জাহ মুরাদ

■ লেখক পরিচিতি :

ইঞ্জিনিয়ার খুররম জাহ মুরাদ ইসলামী জমিয়তে তালাবা, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৬০-৭০ পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে লভনের দাওয়াতুল ইসলাম ট্রাস্টে যোগদান করেন। কাবা শরীফের সম্প্রসারণ কাজে তিনি আত্মানিয়োগ করেন এবং তার নামে কাবায় বাবে খুররম মুরাদ নামে একটি দরজা আছে। ১৯৯৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

■ চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য :

- | | |
|------------------|-------------------|
| ১. কল্যাণ কামনা | ২. আত্মত্যাগ |
| ৩. আদল (সুবিচার) | ৪. ইহসান (সদাচরণ) |
| ৫. রহমত | ৬. মার্জনা |
| ৭. নির্ভরতা | ৮. মূল্যোপলক্ষ |

■ সম্পর্ককে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার উপায় :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ১. অধিকারে হস্তক্ষেপ | ২. দেহ ও প্রাণের নিরাপত্তা |
| ৩. কটুভাষা ও গালাগাল | ৪. গীবত |
| ৫. চোগলখুরী | ৬. শরমিদ্দা করা |
| ৭. ছিদ্রাব্বেষণ | ৮. উপহাস করা |
| ৯. তুচ্ছ জ্ঞান করা | ১০. নিকৃষ্ট অনুমান |
| ১১. অপবাদ | ১২. ক্ষতিসাধন |
| ১৩. মনোকষ্ট | ১৪. ধোকা দেওয়া |
| ১৫. হিংসা | |

❑ সম্পর্ক দৃঢ়তর করার পদ্ধা :

১. মান ইজতের নিরাপত্তা
২. দুঃখ কষ্টে অংশগ্রহণ
৩. সমালোচনা ও নসীহত
৪. মৌলাকাত
৫. বাস্তু ভাইয়ের পরিচর্যা
৬. আবেগের বিহিংপ্রকাশ
৭. প্রীতি ও খোশ-মেজাজের সাথে মূলাকাত
৮. সালাম
৯. মুছাফাহ
১০. উৎকৃষ্ট নামে ডাকা
১১. ব্যক্তিগত ব্যাপারে উৎসুক্য
১২. হাদীয়া
১৩. শোকর-গোজারী
১৪. একত্রে বসে আহার
১৫. দোয়া
১৬. সুন্দরভাবে জবাব দেয়া
১৭. আপোষ রফা এবং অভিযোগে খন্দন
১৮. প্রভুর কাছে তাওফিক কামনা

ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

লেখক : সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

❑ জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদ :

দুনিয়ায় যতগুলো জীবন বিধান আছে তার প্রত্যেকটি এই চারটি অতি প্রাকৃত মতবাদের যে কোন একটিকে অবশ্যই গ্রহণ করেছে।

ক. নির্ভেজাল জাহেলিয়াত :

- পৃথিবী সৃষ্টি-আকস্মিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র।
- মানুষ সৃষ্টি ও এর পেছনে কোন প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও মহান উদ্দেশ্য কার্যকরী নেই।

খ. শিরক মিশ্রিত জাহেলিয়াত :

- বিশ্বজাহানের এ ব্যবস্থা কোন ঘটনাত্মিক প্রকাশ নয় এবং খোদাইনও নয়।
- একটি খোদা নয়, বহু খোদা আছে।

গ. বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত :

- পৃথিবী মানুষের জন্য কারাগারের শাস্তি স্বরূপ।
- দেহ পিঙ্গরে আবদ্ধ মানুষের প্রাণ আসলে একটি শাস্তি ভোগী কর্যেন্দী।
- মানুষ এই জগৎ ও এর বস্তু বিষয়ের সহিত যত বেশী সম্পর্ক রাখবে ততবেশী শাস্তি লাভের অধিকারী হবে।

ঘ. ইসলাম :

- একজন মালিক ও শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত যিনি এ সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এর মালিক একমাত্র শাসক ও পরিচালক। এ সাম্রাজ্যে আর কারো হুকুম চলে না, সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত।
- মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েন। মানুষের জন্য এ পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষাকাল।

❑ মুজাদ্দিদ :

যে ব্যক্তি দীনকে নতুন করে সঞ্চাবিত ও সতেজ করে তোলেন।

❑ মুজাদ্দিদের কাজ :

১. নিজের পরিবেশের নির্ভুল চিত্রাংকন।
২. সংক্ষারের পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৩. নিজের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ।
৪. চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টির প্রচেষ্টা।
৫. সক্রিয় সংস্কার প্রচেষ্টা।
৬. দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার প্রচেষ্টা।
৭. প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা।
৮. ইসলামী ব্যবস্থার পুনরজীবন।
৯. বিশ্বজনীন বিপ্লব সৃষ্টি।

❑ নবী ও মুজাদ্দিদের মধ্যে পার্থক্য :

- নবী ঐশ্বী নির্দেশে তাঁর পথে নিযুক্ত হন, মুজাদ্দিদ হন না।
- নবী নিজের নিয়োগ সম্পর্কে অবহিত থাকেন, মুজাদ্দিদ অবহিত থাকেন না।
- নবীর নিকট ওহী নায়িল হয়, মুজাদ্দিদের নিকট হয় না।
- নবুওয়াতের দাবীর মাধ্যমেই নবী নিজের কাজের সূচনা করেন কিন্তু মুজাজিদ নবুওয়াতের দাবীদার নন।
- নবীর দাওয়াত গ্রহণ করা বা না করার উপর মানুষের মুমিন ও কাফের হওয়া নির্ভরশীল কিন্তু মুজাদ্দিদের দাওয়াত গ্রহণ না করলে মানুষের মুমিন ও কাফের হওয়া নির্ভরশীল নয়।

❑ মুসলিম জাতির কতিপয় বড় বড় মুজাদ্দিদ :

১. খলিফা উমর ইবনে আয়ীম
২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
৩. ইমাম আবু শাফেয়ী (রহ.)
৪. ইমাম আহমদ ইবনে হামদ (রহ.)
৫. ইমাম মালেক (রহ.)
৬. ইমাম গায়ায়ানী (রহ.)
৭. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)
৮. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী
৯. শাহ ইসমাইল শহীদ
১০. সাইয়েদ আহমদ বেরিলভী

ইসলামী সংগঠন

লেখক : এ.কে.এম. নাজির আহমদ

❑ ইসলামী সংগঠনের উপাদান :

১. ইসলামী নেতৃত্ব
২. ইসলামী কর্মী বাহিনী
৩. ইসলামী পরিচালনা বিধি

❑ ইসলামী সংগঠনের লক্ষ্য :

- আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের উপায় মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন আর তা আব্দ হিসাবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক আত্মগঠন, পরিবার গঠন, দল গঠন ও রাষ্ট্র গঠন।
- ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও হতাশার কোন কারণ নেই।

□ ইসলামী নেতৃত্বের গুরুবলী :

১. জীবনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব
২. উন্নত আমল
৩. ন্যূন ব্যবহার
৪. সাহসিকতা
৫. সময়ানুবর্তিতা
৬. সাংগঠনিক প্রভা
৭. প্রেরণা সৃষ্টির যোগ্যতা
৮. সু-ভাষণ
৯. নথি সংরক্ষণে পারদর্শিতা
১০. হিসাব সংরক্ষণে পারদর্শিতা

একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ:

তার থেকে বাঁচার উপায়

লেখক : আববাস আলী খান

□ আদর্শবাদী দল :

- প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করে তার স্থলে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যে দল দল গঠন করা হয় তাকে একটি আদর্শবাদী দল বলে।
- এ দলের নেতা ও কর্মীদের হতে হয় নিভীক, সাহসী ও দৈর্ঘ্যশীল।
- নেতাকে হতে হয় গতিশীল, দূরদৰ্শী, এবং চরম সংকট মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।
- এ দলের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শবাদী দল।

□ দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য দল গঠনের পটভূমি রচনা :

আল্লামা ইকবাল তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে মাওলানা মওদুদীর গুণমুক্ষ হয়ে পড়েছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত এসডিও চৌধুরী নিয়ায় আলী তাঁর ষাট-সন্তর একর জমি ইসলামের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে দ্বিনের বৃহত্তর খেদমতের অভিলাষী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি আল্লামা ইকবালের পরামর্শ চাইলে তিনি একমাত্র মাওলানা মওদুদীকেই এ কাজের জন্য যথাযোগ্য ব্যক্তি মনে করেন। মাওলানা মওদুদী ড. ইকবালের অনুরোধে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হন এবং চিরদিনের জন্যে হায়দারাবাদ পরিভ্যাগ করে ১৯৩৮ সালের ১৬ই মার্চ পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট নামক স্থানে হিজরত করেন। অতঃপর ‘দারুল ইসলাম’ নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করেন। এ ট্রাস্ট ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য দল গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে এবং ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা মওদুদীর পঁচাত্তর জন ‘উন্যাদ’কে নিয়ে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়।

□ কতিপয় “উন্যাদের” (দেওয়ানা) প্রয়োজন :

দুর্দান্ত কুফরী শক্তির প্রভৃতি কর্তৃত দেখার পর যে ব্যক্তি দারুল ইসলাম কায়েমের জন্য ময়দানে নেমে পড়বে সে অবশ্যই ‘দেওয়ানা’ (উন্যাদ) এবং আগুন নিয়ে খেলতে চায়। এমন উন্যাদ, যে জেনে-বুঝে আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। যাদের মধ্যে এ উন্যাদনা বিদ্যমান এবং যারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে ব্যর্থতাসহ মৃত্যুবরণ করাকে দুনিয়াবী সাফল্যের উপর অগ্রাধিকার

দিতে প্রস্তুত আমাদের প্রয়োজন শুধু তাদের এবং তারাই দারুল ইসলাম আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম।

□ জামায়াতের কাজ কি?

আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর মাওলানা মওদুদী সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশ্যে বিদ্যুয়ী ভাষণের উদ্বোধনে উপস্থিতি হলো :

১. জামায়াত সদস্যদের কুরআন, সীরাতুল্লাহী ও সীরাতে সাহাবা বারবার এবং গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে।
২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা। নামায ছাড়াও নফল ইবাদতেরও নিয়মিত ব্যবস্থা করা।
৩. দলের সাথে সম্পৃক্ষ প্রত্যেককে চরিত্র ও আচার আচরণে দ্বিগুণ দায়িত্ব অনুভব করতে হবে।
৪. সাধারণ অবিবাসীদের তুলনায় চরিত্র উন্নতমানের হওয়া উচিত। চরিত্র, আমানতদারী ও দিয়ানতদারীতে দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে।
৫. মুসলমানদের মধ্যে ফিরকা সৃষ্টিকারী থেকে দূরে থাকা উচিত-
- ক. নিজেদের নামায সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথকভাবে পড়বেন না।
- খ. নামাযে নিজেদের জামায়াত পৃথক করবেন না।
- গ. কোন বিতর্কে লিঙ্গ হবেন না।

□ একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ :

১. দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ না করা।
২. কোরআন হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন না করা।
৩. সময় ও আর্থিক কোরবানীর প্রতি অবহেলা।
৪. দলীয় মূলনীতি মেনে না চলা।
৫. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করা।
৬. ভ্রাতৃবোধের অভাব।
৭. বাইতুলমালের আমানতদারিতার অভাব এবং আর্থিক লেনদেনে সততার অভাব।
৮. যেসব কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক বিলম্ব হয় :
 - ক. পারস্পরিক হিংসা বিহুষ,
 - খ. গীবত, পরনিন্দা পরচর্চা,
 - গ. পরাত্মিকাতরতা,
 - ঘ. একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখা;
 - ঙ. কারো বিপদে আপনে তার খৌজ-খবর না নেয়া,
 - চ. পরস্পর বৈষয়িক স্বার্থে ঝাগড়া বিবাদে লিঙ্গ হওয়া,
 - ছ. অযথা কারো প্রতি কুরারণা পোষণ করা।
৯. যেসব কারণে ইসলামী দল তার প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে ফেলে এবং নিক্ষিক্ষণ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে :
 - ক. আল্লাহ এবং মানুষের সাথে করা শপথ প্রণ না করা।
 - খ. নিয়মিত দাওয়াতী কাজ না করা।
 - গ. মাসিক সাহায্য নিয়মিত না দেওয়া।
 - ঘ. ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক কাজ পরিহার করে নির্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে হাজির না হওয়া।
 - ঙ. আখেরাতের অনুভূতি মনে না থাকা।
১০. জনশক্তির মধ্যে হতাশা তৈরী হওয়া।
১১. নেতৃত্বের অভিলাশ।
১২. সম্পদের প্রতি লালসা।
১৩. জীবন মান উন্নত করার প্রবন্ধ।
১৪. সহজ সরল জীবন যাপন না করা।

□ আদর্শবাদী দলের পতন থেকে বাচার উপায়:

১. আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন।
২. অতিরিক্ত যিকির আয়কার।
৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
৪. আত্মসমালোচনা।
৫. ক্ষেত্র দমন করা।
৬. মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ।
৭. বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।
৮. নেতৃত্বের দুর্বলতা দূর করা।
৯. নেতৃত্বের প্রতি অনাঙ্গ।
১০. সমস্যার ভূড়িও ও সঠিক সমাধান।
১১. ত্যাগ ও কুরবানী।

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

লেখক : অধ্যাপক গোলাম আয়ম

□ জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য :

জামায়াতের আছে অনন্য সাতটি বৈশিষ্ট্য যা জামায়াতকে তার লক্ষ্য অর্জনকে সহজ করে দিচ্ছে-

১. জামায়াতের বিল্লবী দাওয়াত :

জামায়াত দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষকে আহ্বান করে না। একান্ত পরকালীন সাফল্যের কথা সামনে নিয়ে আসে, যেভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) দাওয়াত দিয়েছেন।

২. ইসলামী সমাজ গঠনের উপযোগী ব্যক্তিগত পদ্ধতি :

জামায়াত মনে করে ব্যক্তিগতনের জন্য তিনি ধরণের যোগ্যতা লাগবে-

- এক, দ্বিমানী যোগ্যতা।
- দুই, ইলমী যোগ্যতা।
- তিন, আমলী যোগ্যতা।

৩. তাকওয়া ভিত্তিক সংগঠন :

জামায়াত কোন লোককে দায়িত্ব প্রদানকালে তাকওয়ার বিষয়টি সামনে রাখে।

৪. নেতৃত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি :

অসাধারণ এই পদ্ধতিতে নেতৃত্ব বা পদলোভীদের কোন স্থান নেই।

৫. ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করে না জামায়াত :

জামায়াত ইসলামী সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতকে সামনে রেখে বিশ্বাস করে, ইসলামী সরকার চালানোর যোগ্য কর্মী বাহিনী তৈরী হলে আল্লাহর তায়ালা সরকারী দায়িত্ব দেয়ার পথ করে দিবেন।

৬. কর্মীদের আর্থিক কুরবানীই বাইতুলমালের উৎস :

জামায়াতের অর্থের উৎস জামায়াতের দায়িত্বশীল, কর্মী এবং শুভাকাংশীরা। জামায়াত বাইরের অন্য কারো অর্থে চলে না। কারো ক্রিয়াকল হিসেবে কাজ করে না।

৭. বিরোধীদের প্রতি জামায়াতের আচরণ :

জামায়াত তার বিরোধীদের মধ্যে যারা অশালীন ও অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করে তাদের কর্মণার পাত্র মনে করে। জামায়াতের দাওয়াত আদর্শ ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে বেচারাদের কিছু বলার সাধ্য

নেই বলে বেসামাল হয়ে গালাগালি করে মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। জামায়াত তাদের হিন্দায়াতের জন্য দোয়া করে। আর যারা যিথ্যা সমালোচনা করে অপবাদ দেয়, জামায়াত প্রয়োজন মনে করলে সেই সমালোচনা যুক্তি দিয়ে খন্ডন করে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

□ কুরআনের পরিচয় :

- **কুরআন শব্দের অর্থ :** পাঠ করা, বেশি বেশি পড়া। মহান আল্লাহর রাসূল আলামীন তাঁর বান্দার পথ নির্দেশের জন্য জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর পর্যায়ক্রমে যা অবতীর্ণ করেছেন তা-ই আল কুরআন।
- **কুরআনের আলোচ্য বিষয় :** মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নির্দেশ করা।
- **কুরআনের বিষয় বস্তু :** মানুষ।
- **কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** মানুষকে পথচারীতা থেকে বাঁচানো এবং হেদায়াত, মুক্তি ও কল্যাণের পথে তুলে নিয়ে আসায় কুরআনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- **বাচন ভঙ্গি :** লেখার ধরন নয়, বক্তৃতাপূর্ণ। অধ্যাপকের বক্তৃতানয়, একজন বিপ্লবী নেতার ঝংকারপূর্ণ বক্তৃতার ন্যায়।
- **কুরআন কিভাবে নাযিল হয় :** পবিত্র কুরআন একসাথে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর উপর নাযিল করা হয়নি, বিভিন্ন অবস্থা এবং ঘটনার পরিপেক্ষিতে আয়াত ও সূরা নাযিল হয়।
- **কুরআনের সূরা ও আয়াতের প্রকারভেদ :**
 - বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও প্রকার। যথা-
ক) হালাল, খ) হারাম ও গ) আমচাল
 - অর্থ বুঝার দিক দিয়ে আয়াত ২ প্রকার। যথা-
ক) মুহকামাত ও খ) মুতাশাবেহাত
 - নাজিলের দিক দিয়ে সূরা ২ প্রকার। যথা-
ক) মাক্কী ও খ) মাদানী

□ কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা :

১. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা।
২. একই বিষয়ের বার বার উল্লেখ।
৩. কোন বিষয় সূচী না থাকা।
৪. কুরআন নাজিলের ঘটনা বা প্রেক্ষাপট না জানা।
৫. নাসেখ-মানসুখ সমস্যা।
৬. আরবি ভাষা না জানা।
৭. ওহীর ভাষা না বুঝা।
৮. রাসূলের বিপ্লবী জীবন না জানা।

□ সমাধানের উপায় :

১. অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মন মগজ নিয়ে বসা।
২. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূলের বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা।
৩. ঘরে বসে কুরআন বুঝার চেয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হতে হবে।

□ ইকামাতে দীন কি ?

ইকামাত শব্দের অর্থ হলো কায়েম করা, চালু করা, খাড়া করা, অস্তিত্বে আনা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি। ইকামাতে দীন-এর

পরিভাষিক অর্থে আল্লাহর দীন কায়েম করা বা দীন ইসলাম কায়েম করা। ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী হৃকুমাত, ইসলামী সমাজ, নেয়ামে ইসলাম ইত্যাদির যে কোন একটা কথার সাথে “কায়েম করা” কথাটি যোগ করলে “ইকামাতে দীন” পরিভাষাটিরই অর্থ বুঝায়। (বই- ইকামাতে দীন)

□ ইসলামী আন্দোলনের পরিধি :

আল কোরআন দীন প্রতিষ্ঠার গোটা প্রচেষ্টার বিভিন্নমুখী কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠা লাভের পর তার হেফায়তের উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ- এই সব কিছুকেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহুর মধ্যে শামিল করেছে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহুর সূচনা হয় মানব জাতির প্রতি আল্লাহর দাসত্ব করুলের আহবান জানানোর মাধ্যমে। আল কোরআনের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহুর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোকে মোটামুটি ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. দাওয়াত ইলাল্লাহ
 ২. শাহাদাত আ'লামাস
 ৩. কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ
 ৪. ইকামাতে দীন
 ৫. আমর বিল মার্কফ ও নেহী আনিল মুনকার
- (বই- ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন)

□ বাইয়াতের দাবী :

ইকামাতে দীনের মহান লক্ষ্যে পরিচালিত কোন ইসলামী সংগঠনের নিকট যে ব্যক্তি বাইয়াত হন তাঁর নিকট এ বাইয়াতের দাবী হলো:

- বাইয়াতের মাধ্যমে ব্যক্তির জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করা হয়েছে, তা সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্য ব্যবহার করার শপথই নেয়া হলো। তাই এ নিয়মেই জান ও মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে।
- দুনিয়ার কোন ক্ষতির পরোয়া না করে বিনা দ্বিধায় সংগঠনের আনুগত্য করা।
- দায়িত্বশীলের কোন নির্দেশ সঠিক নয় বলে মনে হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সাথে আলোচনা করে মীমাংসায় পৌছতে হবে। এছাড়া নির্দেশ পালনে অবহেলা করা বাইয়াতের খেলাফ।
- সংগঠনের সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন অজুহাতে নির্দেশ পালন না করা বাইয়াতের খেলাফ। এক্ষেত্রে সংগঠনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। (বই- বাইয়াতের হাকীকত)

□ তাসাউফ কি ?

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকার প্রেমই হচ্ছে তাসাউফ এবং প্রেমের দাবী হচ্ছে এই যে, কেউ যেন আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূল (সা.) এর আনুগত্য থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। ইসলামী তাসাউফ শরীয়াত থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়; বরং শরীয়াতের বিধানসমূহকে সর্বাধিক আন্তরিকতা ও সৎ সংকল্প সহকারে পালন করা এবং অন্তরের ভিতরে আল্লাহর প্রেম ও ভীতির সংগ্রাম করার নামই হচ্ছে তাসাউফ। (বই- ইসলাম পরিচিত)

□ ম্যবুত ঈমানের শর্ত কি ?

ম্যবুত ঈমানের প্রধান শর্ত দুটো :

১. শিরুকমুক্ত ঈমান বা নির্ভেজাল তাওহীদ।
 ২. ঈমানের দাবিদারকে তাগুতের কাফির হতে হবে।
- (বই- ম্যবুত ঈমান)

□ কবীরা গুনাহ :

যে সব জিনিস আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায় সেগুলোই হলো কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, যে সমস্ত বড় বড় গুনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আন্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমন- হত্যা, চুরি ও ব্যভিচার কিংবা আখিরাতের ভীষণ আয়াবের ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে অথবা রাসূল (সা.) এর ভাষায় সেই অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পন্দ করা হয়েছে অথবা সেই গুনাহে লিঙ্গ ব্যক্তির ঈমান নেই বা সে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে গণ্য নয় এরূপ বলা হয়েছে সেগুলি কবীরা গুনাহ। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টি কবীরা গুনাহ পেয়েছেন। ‘কবীরা গুনাহ’ বইয়ে ৭০টি কবীরা গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারমধ্যে প্রথম ১০টি কবীরা গুনাহ হলো :

১. শিরুক করা।
 ২. হত্যা বা খুন করা।
 ৩. যাদু করা।
 ৪. নামাজে শৈথিল্য প্রদর্শন।
 ৫. যাকাত না দেয়া।
 ৬. বিনা ওজরে রাম্যানের রোজা ভঙ্গ করা।
 ৭. সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ না করা।
 ৮. আত্মহত্যা করা।
 ৯. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও তাদের কষ্ট দেয়া।
 ১০. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মায়-স্বজনকে পরিত্যাগ করা।
- (বই- কবীরা গুনাহ)

□ শিরকের প্রকারভেদ :

যারা আল্লাহর সাথে অন্য সন্তাকে শরীক করে তারা এ কাজটি চারভাবে করে থাকে। শিরক চার প্রকার হলো:

- শিরুক ফিজাত : আল্লাহর সন্তার সাথে শরীক করা।
- শিরুক ফিচিফাত : আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শরীক করা।
- শিরুক ফিল ইখতিয়ারাত : আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য সন্তাকে শরীক করা।
- শিরুক ফিল হুকুক : আল্লাহর অধিকারে আর কাউকে শরীক করা। (বই- ম্যবুত ঈমান)

□ মক্কী জীবনের চার স্তর :

হিয়রতের পূর্বে হয়রত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পবিত্র জীবনের যে অংশে মক্কায় অতিবাহিত করেন এবং যা ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয় যা চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

- প্রথম স্তর : গোপনে দাওয়াত- ৩ বছর।
- দ্বিতীয় স্তর : প্রকাশ্যে দাওয়াত- ২ বছর।
- তৃতীয় স্তর : বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন- ৫ বছর।
- চতুর্থ স্তর : চরম বিরোধীতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন- শেষ ৩ বছর।

□ মাদানী যুগের চার স্তর :

- বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত : ১ বছর ৬ মাস
- বদর থেকে হোদায়বিয়ার সক্ষি পর্যন্ত : ৪ বছর ২ মাস
- হোদায়বিয়ার সক্ষি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত : ৪ বছর ১০ মাস
- মক্কা বিজয়ের পর থেকে ওফাত পর্যন্ত : ২বছর ৬ মাস

❑ আশারা-ই-মুবাশ্শারা :

১০ম হিজরীতে মদীনায় দুর্ভীক্ষ অবস্থায় মসজিদে নববীতে রাসূলের অনুগত পরায়ন যে ১০ জন সাহাবীকে রাসূলে আকরাম (সা.) দুনিয়াতেই বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন তাদেরকে আশারা-ই-মুবাশ্শারা বলে। তাঁরা হলেন :

১. আবু বকর সিদ্দিক (রা.)
২. ওমর ইবনুল খাত্বাব (রা.)
৩. ওসমান গনী (রা.)
৪. আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)
৫. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)
৬. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.)
৭. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)
৮. সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)
৯. আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)
১০. সাইদ ইবনে যায়িদ (রা.)

❑ যাকাতের খাত ৮টি :

১. দরিদ্র জনসাধারণ
২. অভাবী ব্যক্তি
৩. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি
৪. মন জয় করার জন্য
৫. ক্রীতদাস বা গোলাম মুক্তি
৬. ঝণগঞ্চ ব্যক্তি
৭. আল্লাহর পথে বা ইসলামী আন্দোলনে অর্থ ব্যক্তি
৮. মুসাফির ব্যক্তি

❑ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা :

১৯৪১ সালে ২৬ আগস্ট ৭৫ জন সদস্য নিয়ে লাহোরে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাওলানা মওদুদী সর্বসম্মতিক্রমে আমীর নির্বাচিত হন।

মাসলা- মাসায়েল

❑ গোসলের ফরজ ৩ টি :

১. গড়গড়াসহ কুলি করা,
২. পানি দিয়ে ভাল ভাবে নাক সাফ করা ও
৩. পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়া।

❑ তায়াম্মুমের ফরজ ৩ টি :

১. নিয়ত করা,
২. মুখমণ্ডল মাসহ করা ও
৩. উভয় হাত মাসহ করা।

❑ অযুর ফরজ ৪ টি :

১. মুখমণ্ডল ধোয়া,
২. কনুইসহ দুই হাত ধোয়া,
৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসহ করা ও
৪. গিরাসহ দুই পা ধোয়া।

❑ অযু ভঙ্গের কারণ ৭ টি :

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বাহির হওয়া।
২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি জাতীয় কিছু বাহির হয়ে গঢ়িয়ে পড়া।
৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।

৫. চিত বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া।

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া।

৭. নামাযে উচ্চস্থরে হাসা।

❑ সালাতের আহকাম-আরকান :

সালাতে মোট ১৩টি ফরজ। সালাতের বাহিরের ফরজকে বলা হয় আহকাম আর ভেতরের ফরজকে বলা হয় আরকান।

ক. আহকাম ৭টি :

১. শরীর পাক
২. কাপড় পাক
৩. সালাতের জায়গা পাক
৪. সতর ঢাকা
৫. কেবলামুঠী হওয়া
৬. ওয়াক্ত অনুযায়ী সালাত পড়া
৭. সালাতের নিয়ত করা।

খ. আরকান ৬টি :

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা
২. দাঢ়িয়ে সালাত পড়া
৩. কেরাত পড়া
৪. রংকু করা
৫. দুই সিজদা করা
৬. শেষ বৈঠক করা।

❑ নামাজের ওয়াজিব :

নামাজের মধ্যে মোট ওয়াজিব ১৪টি। এগুলো একটি ভুল করে ছেড়ে দিলে শেষ বৈঠকে সিজদায় সাহ পড়তে হবে :

১. সূরা ফাতিহা পড়া।
২. সূরা ফাতেহার সঙ্গে সূরা মিলানো।
৩. রংকু ও সেজদায় দেরী করা।
৪. রংকু হইতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৫. দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৬. দরমিয়ানী বৈঠক।
৭. বৈঠকে আন্যাহিয়াতু পড়া।
৮. ঈমামের জন্য কেরাত আন্তের জায়গায় আন্তে পড়া এবং জোরে জায়গায় জোরে পড়া।
৯. বিতরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়া।
১০. দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তকবীর বলা।
১১. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে কেরাতের পড়া।
১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরজগুলির তরতীব ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তরতীব ঠিক রাখা।
১৪. ‘আস্আলামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলে নামাজ শেষ করা।

❑ কসর নামায় :

কসর আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো কম করা, কমানো। ইসলামী শরিয়তে কোনো ব্যক্তি যদি ৪৮ মাইল বা তারও বেশি দূরত্বের দ্রমণে বাড়ি থেকে বের হন, তাহলে তিনি মুসাফির। আর তিনি যদি সেখানে ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করেন, তবে চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়বেন।

❑ হজ্জের ফরজ ৩ টি :

১. ইহরাম বাঁধা,
২. কাবা ঘর তাওয়াফ করা
৩. আরাফাত ময়দানে আরোহণ করা।